চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৯ চৈত্র – ১৫ চৈত্র, ১৪৩০ ঃ ২৩ মার্চ – ২৯ মার্চ, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 21, 23 March - 29 March, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ১০ মাস আগে দারিভিট খুন কাণ্ডের তদন্তভার

আদালত এনআইএ'কে দিলেও এখনও নথি তুলে দেয়নি সিআইডি। এমনকী ক্ষতিপূরণ দেয়নি সরকার। তাই আদালত অবমাননার দায়ে মুখ্যসচিব, সরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিকে সশরীরে আদালতে হাজির হতে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট।

রবিবার : আগামী লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল

নির্বাচন কমিশন। ১৯এপ্রিল ভোট শুরু হয়ে শেষ হবে ১ জুন। পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে ৭ দফায়।

সোমবার : গভীর রাতে গার্ডেনরীচের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের

আজাহার মোল্লা বাগান লেনে টালির চালের ঝুপড়ির উপর ভেঙে পড়ল অবৈধভাবে নির্মিত ৬তলা বহুতল। উদ্ধার কাজ চলছে। লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।

মঙ্গলবার : স্টেট ব্যাঙ্ক তথ্য দিলেও দেয়নি বন্ডের নম্বর। এবার

নির্বাচনী বন্ড চিহ্নিত করার নির্দিষ্ট নম্বর সহ সমস্ত তথ্য প্রকাশ করার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিল সুপ্রীম কোর্ট। এতে বোঝা যাবে কোন রাজনৈতিক দল কার কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছে।

বুধবার : নিজে নীট পরীক্ষা না দিয়ে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে

ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ডাক্তারি পড়ুয়া। অন্যকে পরীক্ষায় বসিয়ে মুশকিল আসান কেন্দ্র এই সুযোগ করে দিয়ে কামাচ্ছে দেদার টাকা। উঠে এসেছে সংবাদ মাধ্যমের গোপন তদন্তে।

বৃহস্পতিবার : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানির শেষে দেখা

গেল সুপারিশের চেয়ে নিয়োগ সংখ্যা বেশি। রায় না বেরোলেও অতিরিক্ত নিয়োগ বাতিল হওয়াই উচিত বলে মন্তব্য কোর্টের।

শুক্রবার : টানা নয়বার হাজিরা এড়াবার পর দিল্লি

আবগারি দুর্নীতি মামলায় অবশেষে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়েননি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটের আর একমাস বাকি না থাকলেও

ইস্তাহার প্রকাশে অনীহা

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

নির্বাচন কমিশন গত ১৬ মার্চ দেশব্যাপী অষ্টাদশ সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল ও সর্বাধিক রঙিন ভোট উৎসবের শুভ সূচনা করল। দেশের মোট ২৯টি রাজ্য ও দিল্লিসহ ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট হবে এবার মোট সাত দফায়, যা ১৯ এপ্রিল শুরু হয়ে শেষ হবে ১জুন। এর তিন দিন বাদে ৪ জুন ফলাফল ঘোষিত হবে। তারপর শুরু হবে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। আর নতুন সরকার মানে নতুন করে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য সমগ্র দেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ। এই সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করা হবে আগামীদিনে তার একটা লিখিত প্রস্তাবই হল ম্যানিফেস্টো বা নির্বাচনী ইস্তাহার। তবে নির্বাচন শুরু হতে আর এক মাসও বাকী না থাকলেও। ডান-বাম, রাম-রহিম কেউই এখনো পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করে উঠতে পারেনি। এটা প্রমাণ করে রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দশ্যহীনতা, অপরিপক্কতা ও প্রস্তুতহীনতা।

কেন ম্যানিফেস্টো সবচেয়ে জরুরী? কারণ এখানে প্রস্তাব করা থাকে দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যের সবিস্তার বর্ণনা। অর্থাৎ দল ক্ষমতায় এলে ঐসব কাজগুলি ধরে ধরে করা হবে। সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ভোটার সকলের কাছেই। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই করার চেয়েও ম্যানিফেস্টো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনগণ জানতে চায় কোন দল বা জোট কোন কাজগুলোকে গুরুত্ব দেয় ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে চায়। অদ্ভুতভাবে লক্ষ্যনীয় তৃণমূল কংগ্রেস দল ফলাও করে এ রাজ্যে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান তুলে

ধরছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। অপরদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা বলে চলেছেন 'আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪২এ ৩৫টি সিট চেয়েছেন, আর বিরোধী দলনেতা বলছেন 'আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ৪২এ ৪২টা সিট চাই।' এ যেন মামা বাড়ির মোয়া আর কি! একজন বলে গেলেন আর রাজ্যের মোট ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৮ হাজার ৩৭৭ জন (২০২৩ সালে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী) ভোটার সব একটি প্রতীকে বোতাম টিপে দিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য সমস্ত কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তাদের নিয়ে র‍্যাম্পে হেঁটেছে গত ১০ মার্চ ব্রিগেডের জনগর্জন সভায়। বিজেপি ৩ মার্চ ৪২টা সীটের মধ্যে ২০টি সিটে প্রার্থীপদ ঘোষণা করে আপাতত শীত ঘুমে। এ রাজ্যে লড়াই হবে মূলত তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপির মধ্যে। জাতীয় কংগ্রেস দল তাদের পঙ্গুত্ব এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সিপিএম এর 'ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও', 'চলছে না চলবে না' ও 'চাক্কা জ্যাম' সহ বনধ্ হরতাল-এর রাজনীতিকে এ রাজ্যের জনগণ ইতিমধ্যে প্রত্যাখান করেছে। আর আইএসএফ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখনও রাজনৈতিক শৈশব কাল কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এখন প্রশ্ন হ'ল এ রাজ্যের ঘটমান বিভিন্ন ইস্যু যেমন ধরুন সরকারী কর্মীদের লাগাতার ডি.এ. আন্দোলন, টেট পাশ করা চাকরি প্রার্থীদের প্রায় হাজার দিন ব্যাপী ধর্না, গরুপাচার, কয়লা পাচার, বালিপাচার, খাদ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, এরপর চারের পাতায়

গার্ডেনরিচ কাণ্ডের আভাস ছিল ডিসেম্বরে পুরসভার তথ্যে

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি, তার তদন্ত, তল্লাশি, ধরপাকড়ের যে ক্রাইম সিরিয়াল চলছে তাতে বেশ কিছুদিন পর দেখা মিললো ধরাশায়ী অবৈধ নির্মাণের এক চাঞ্চল্যকর এপিসোডের। এই এপিসোডের স্ক্রিনে যাদের দেখা গেল তাদের কথাবার্তা, হুমকি, আক্ষেপ, নির্দেশ, চালচলন, শরীরীভাষা এতটাই নিখুঁত যে বেশ বোঝা যাচ্ছে এই এপিসোড ১০-১২টি মৃতদেহ ছাড়া তেমন কিছুই দিতে পারবে না। তবে গার্ডেনরীচের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই অবৈধ নির্মাণ বঙ্গদুর্নীতির আর একটা নতুন দিকের উন্মোচন করতে পারে। কারণ আদালত থেকে শুরু করে কলকাতা কর্পোরেশনের, বিধাননগর পুরসভার কর্তারা ইতিমধ্যে যেসব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছেন তাতে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কবে এবং কিভাবে আর একটা দুর্নীতির চেহারা আমাদের সামনে আসবে সেই প্রশ্নকে সরিয়ে রেখে বলা যায় গার্ডেনরিচের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই অবৈধ নির্মাণের আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনেরই গত ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বরে প্রকাশিত তথ্যে। কলকাতা পৌরসংস্থার গার্ডেনরিচ এলাকার বরো ১৫- র ইঞ্জিনিয়ার অফ বিল্ডিং ও ইঞ্জিনিয়ার অফ সিভিলের যৌথ উদ্যোগে বরো ১৫ এলাকাস্থিত মোট জলাশয় দেখানো হয় ৪৩২ টি। ২০২৩এর ৩০ ডিসেম্বর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রকাশিত বরো ১৫-র ওই জলাশয় সংক্রান্ত সমীক্ষায়

উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, ওই ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে মাত্র একটি। সেই পুকুরের অবস্থান ব্যানার্জী বাগান মন্দিরের পাশের গলি। আলিফ নগর লেন, আজাহার মোল্লা বাগান লেন, পাহাড়পুর রোড, পৌরপ্রতিনিধির বাড়ি আয়রন গেট রোড এমন ২০টিরও অধিক স্ট্রিটকে নিয়ে গড়ে ওঠা বড় এলাকার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ড। অথচ, ওই সমীক্ষায় ধরা পড়েছে এই বৃহদায়তন ওয়ার্ডে জলাশয় রয়েছে মাত্র একটি!

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই দিকে দিকে হুমকি সন্ত্রাসের আবহ

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গে গতবারের মতো সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন হবে। কমিশনের যুক্তি মূলত বড় রাজ্য হওয়ায় এবং নির্বাচনে হিংসার ঘটনা ঘটায় ৭ দফার সিদ্ধান্ত। যদিও এবারে নির্বাচন চলবে দীর্ঘদিন ধরে। প্রথম দফার নির্বাচন হবে জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। গত মঙ্গলবার দিনহাটায় রাত দশটা নাগাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক ও রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহার হাতাহাতি দেখলো বাংলা। দুপক্ষকে সামলাতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। এসডিপি ওর মাথাও ফেটেছে। সংঘর্ষে দুপক্ষেরই বেশ কিছু সমর্থক কর্মী আহত হয়েছেন। বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে ধন্দুমার কাণ্ড ঘটে। কোচবিহারের নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করে বলেন, ওর মত হার্মাদ এবং একনায়কতন্ত্র অধিকারী দিনহাটায় বিরল। বিধানসভা

নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যে ভোট সন্ত্রাস হয়েছিল তাতে জাতীয় মানবাধিকার দুষ্কৃতির লিস্টে উদয়ন গুহর নাম ছিল। মিহির গোস্বামীর দাবি সেই সমস্ত দুষ্কৃতিদের কমিশন গ্রেপ্তার করুক। তা না হলে আবারও বঙ্গের লোকসভা নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে অনেক মানুষের দাবি, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হলেই হবে না। গণনার ক্ষেত্রেও যেন স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

সারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর আসছে পাড়ায় পাড়ায় ইতিমধ্যেই শাসকদলের দুষ্কৃতীরা বিরোধীদের শাসনী ও হুমকি দিচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে সন্ত্রাসের আবহাওয়া। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলেও এখনো অনেক এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মিলছে না। সাধারণ মানুষদের দাবি কমিশন এলাকায় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করুন। সেই সঙ্গে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের দাবি আসন্ন লোকসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে হলে ভোট পরবর্তী হিংসায় যে সমস্ত দুষ্কৃতিদের নাম উঠে এসেছিল তাদের অবিলম্বে কমিশন গ্রেপ্তার করুক। তা না হলে আবারও বঙ্গের লোকসভা নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে অনেক মানুষের দাবি, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হলেই হবে না। গণনার ক্ষেত্রেও যেন স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

চিকিৎসকের মৃত্যু, জেলে বাকিবিল্লারা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: গত ৩ মার্চ ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজের কোয়ার্টার থেকে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালের মেডিসিনের ডাক্তার ডক্টর কল্যাণ আশীষ ঘোষের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনারই তদন্ত নেমে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ রিয়া খাঁ, অভিজিৎ হালদার, বাকিবিল্লা মোল্লা নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এর পরে এই ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করে ৪ দিনের হেফাজত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। চার দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তদের আবারো ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা আদালতে পাঠায় সিবিআই। অন্যদিকে অভিযুক্তদের আইনজীবের পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন জানানো হলে আদালত জামিন এরপর ছয়ের পাতায়

উন্নয়নের ঢাক বাজানো রাজ্যে স্কুলে যেতে হয় কলার ভেলায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ

নির্বাচনের আগে যখন উন্নয়নের চড়াম চড়াম ঢাক বাজছে রাজ্যে তখন কলার ভেলায় চড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাল পার হয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়ার ভুতিরাম গ্রামের কেজি-টু-এর হাসানুর সরদার,জাকিরা সরদার, নার্শারী-ওয়ানের সাহানুর সরদারদের রোজ ভেলায় চড়ে সেচের খাল পার হয়ে সেখানে রয়েছে সুইস গেট। গেটটি দীর্ঘদিন অকেজো থাকায় তার পাশ থেকে ভাঙন শুরু হওয়ায় সেখানে খালের জল যাতায়াত করে। এই গ্রামে প্রায় পাঁচশোর অধিক মানুষের বসবাস। গ্রামের মানুষজনদের হাটেবাজারে কিংবা হাসপাতালে যাওয়ার একমাত্র উপায় কলার ভেলায় চড়ে খাল পারাপার হওয়া। মাঝে মধ্যে ভেলায় থেকে খালের জলে পড়েও যায় অনেকে। দুইপাশে থাকা পরিবারের লোকজন তাদের উদ্ধার করে। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশন থেকে মাত্র সাত কিমি দূরে এমন ভাবেই কাটছে প্রায় ৬ মাসের অধিক সময়।

জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন সেচ দফতরের একটি খাল রয়েছে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার এরপর ছয়ের পাতায়

ভোটের উত্তাপ বাড়িয়ে দেশজুড়ে ইডি-সিআইডির অ্যাকশন শুরু

স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা। **ছবি : অরুণ লোধ**

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ কমিশন ঘোষণা করতেই দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি সহ সিআইডিও তাদের অ্যাকশন আরো তীব্র করল। বৃহস্পতিবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আবার ওই দিনই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বাঁকুড়া থেকে শিক্ষা দপ্তরের এক প্রাক্তন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। এ রাজ্যেও দেখা যাচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক মামলায় হাইকোর্টে বিচারপতিদের কাছে ধমক খেয়ে ইডি অ্যাকশন আরো তীব্র করল। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই তৃণমূল নেতা স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে আয়কর দপ্তর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তদন্ত করছে। শুক্রবারও ইডির কেন্দ্রীয় অফিসাররা বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে রাজ্যের আরেক মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়ি ঘিরে ফেলে। সূত্রের খবর নিয়োগ দুর্নীতি এবং গরু পাচার মামলায় এই তল্লাশি। আবার ওই দিনই চেতলা, লেকটাউন এবং বিরাটির ৩টি বাড়িতে ইডির অফিসাররা হানা দিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের বক্তব্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী যদি গ্রেপ্তার হতে পারে, তাহলে এ রাজ্যের বড় মাথা বা ধেড়ে ইঁদুর এখনো ধরা পড়ছে না কেন। নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতিতে ইডি বা সিবিআই কি করছে। তবে আবার অনেকেই আশা প্রকাশ করেছে, ইডি বা সিবিআই বোধহয় তদন্তের জাল প্রায় গুটিয়ে এনেছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগেই এ রাজ্যের বড় মাথা বা ধেড়ে ইঁদুর ইডি বা সিবিআই এর জালে পড়তে পারে।

পর্ণশ্রীতে পুকুর ভরাট ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেহালা : কলকাতা পুরসভার বেহালার ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পর্ণশ্রীর কাছে বনমালী নস্কর রোডের ধারে একটি বড় জলাশয় অবৈধভাবে ভরাট করা হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সিপিএমের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। তাদের দাবি অনৈতিকভাবে এই জলাশয় ভরাট করে এরপর ছয়ের পাতায়

বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ মঙ্গলকোটবাসী জেলাশাসকের দ্বারস্থ

দেবাশিস রায়

বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে মঙ্গলকোটের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ অবশেষে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ ১৯ মার্চ মঙ্গলবার জেলাশাসকের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। এমনকী, এই অভিযোগের কপি জেলার পুলিশ সুপার সহ কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকের কাছে পাঠানোর পর চারিদিকে কার্যত শোরগোল পড়ে যায়। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই জেলা পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয়

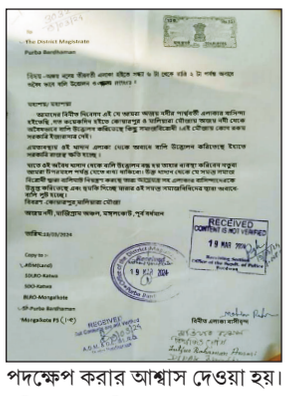

পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়। যদিও প্রশাসনিক আশ্বাসের পরেও বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্টই সংশয়ে রয়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলকোট ব্লকের মাজিগ্রাম, এরপর ছয়ের পাতায়

রেশন দুর্নীতি ধৃত ডিলার

রবিন দাস, কাকদ্বীপ : কিছুদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপের চ্যাটার্জির চকে রেশনের মাল খোলা বাজারে পাচার করতে গিয়ে মহিলাদের হাতে ধরা পড়ে ১৯০ বস্তা গম। হার্ডউড কোস্টাল থানার পুলিশ ১৯০ বস্তা গম বাজেয়াপ্ত করে এবং দুজন ভ্যানচালককে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে সাগর ব্লকের চৌরঙ্গী এলাকার সুনীল মণ্ডল নামে এক মুদিখানা দোকানদার রেশনের ছোলা আটা চাল খোলা বাজারে বিক্রি করছিলেন। এই খবর পেয়ে গ্রামের মানুষরা ওই দোকানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। সুনীল মন্ডল তখন তাদের জানায় এই সমস্ত মাল রেশন ডিলার বলাই লাল গিরির কাছ থেকে কিনেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে উন্মুক্ত সীমান্তে নজরদারি জরুরি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা প্রায় ২ হাজার ২৪৩ কিমি। যার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ কিমি। এরমধ্যে রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার দুটি পুলিশ জেলা, বনগাঁ ও বসিরহাট। এই দুটি পুলিশ জেলার নয়টি থানা সীমান্ত সংলগ্ন। থানাগুলি যথাক্রমে বসিরহাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট ও স্বরূপনগর এবং বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত পেট্রাপোল, বনগাঁ, গাইঘাঁটা, বাগদা ও গোপালনগর। উত্তর চব্বিশ পরগণার এক হাজার কিমি বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকায় উন্নত ফেন্সিং-এর কথা বলা হলেও বেশ কিছু জায়গায় এখনও তা নেই। বাগদা থানা এলাকায় প্রায় ৫৮ কিমি বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত। এখানে বিএসএফের ৬৮ ও ১০৭ নং এই দুটি ব্যাটালিয়ান সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত। এখানে প্রায় ২০ কিমি কোনও ফেন্সিং নেই। গাইঘাটা থানা এলাকায় ঝাউডাঙা থেকে আংড়াইল পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিমি। এখানে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফের

১৫৮ নং ব্যাটেলিয়ান। সীমান্তে রয়েছে ফেন্সিং ও ইছামতী নদী। ঝাউডাঙা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত ৩৭ কিমি। পেট্রাপোল থানা এলাকায় রয়েছে বিএসএফের ১৪৫ নং ব্যাটেলিয়ন। এখানে প্রায় ৪৪ কিমি সীমান্তের মধ্যে প্রায় ১০ কিমি ফেন্সিংবিহীন। স্বরূপনগর থানা এলাকার গোবরা থেকে কৈজুরি পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা প্রায় ৪৩ কিমি। এর মধ্যে রয়েছে গোবিন্দপুর, বিথারি-হাকিমপুর, বালতি-নিত্যানন্দকাটি ও কৈজুরি এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রায় ৭০ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই এলাকায় সীমান্তে কোথাও ফেন্সিং আবার কোথাও প্রায় জনশূন্য সোনাই নদী। এখানে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে আছে ১১২ ও ১০২ নং এই দুটি ব্যাটেলিয়ন।

ভৌগোলিক কারণে উত্তর চব্বিশ পরগণার পুরো সীমান্ত এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক জায়গাই এখনও উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। এই সমস্ত উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকাগুলো পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে একপ্রকার স্বর্গরাজ্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 21, 23 March - 29 March, 2024

উত্তরের আঙিনায়

দিনাজপুর জেলার বানগড়ে গড়ে উঠছে পর্যটন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বানগড়ে গড়ে উঠতে চলেছে পর্যটন কেন্দ্র। ইতিমধ্যে (ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ) আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া)–র পক্ষ থেকে প্রায় ২কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে বানগরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। এমন খবরে খুশি গঙ্গারামপুর সহ জেলাবাসী। যদিও লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্র সরকারের এমন ঘোষণাকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক চমক বলেই কটাক্ষ করা হয়েছে। এদিকে বাণগড়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রায় তিন কোটি টাকা অনুমোদনে আশার আলো দেখছেন জেলার ইতিহাসবিদ, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত জেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম গঙ্গারামপুরের বানগড়। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বানগড়ে খনন কার্য চালিয়ে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার। যদিও আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বহুবছর আগে খননকার্য চালানো হয় বানগড়ে। বর্তমানে সংস্কার ও সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে নষ্ট হচ্ছে বানগড়। জায়গা দখল করে চলছে চাষবাস।

এমতঅবস্থায় বানগড়ে পুনরায় খনন ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি ওঠে জেলাজুড়ে। অবশেষে লোকসভা নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে বানগড়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলো ভারত সরকার। বরাদ্দ করা হলো প্রায় ৩কোটি টাকা। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটিকে রাজনৈতিক চমক বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

চা বাগানে খাঁচা বন্দি চিতা বাঘ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : এদিন সকালে বীরপাড়া চা বাগানের দশ নম্বর সেকশনে বন বিভাগের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে একটি চিতা বাঘ। এরপর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়, চিতা বাঘ ধরা পড়তেই হইচই পড়ে যায় এলাকায়। ঘটনার সংবাদ শুনে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, বনকর্মীরা চিতা বাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই নিয়ে বেশ কয়েকটি চিতা বাঘ ধরা পড়ল ডুয়ার্সের এই এলাকায়। এলাকার যুবক কৃষ্ণা তিরকি জানান, চিতা বাঘের আতঙ্ক তো লেগেই থাকে তবে চিতা বাঘ ধরা পড়ায় একটু হলেও ভালো লাগছে। বনকর্মীদের বলব এভাবেই নজরদারি চালালে আরো চিতা বাঘ ধরা পড়বে।

শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবির

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: তেরাই আধিরনের উদ্যোগে ও শিলিগুড়ি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনায় এদিন একদিন ব্যাপী রক্তদান মহা উৎসবের আয়োজন করা হল। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উদয়ন সমিতিতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ছিল চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। সংলগ্ন এলাকার মানুষজন চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে এসে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে যান। প্রসঙ্গত এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ মার্চ – ২৯ মার্চ ২০২৪

মেষ রাশি : হঠাৎ রেগে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বা অপব্যয় না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অন্যমনস্কতার দরুণ কোনও কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন হবে স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কালো ছাতা ও জুতো দান করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসার জন্য বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থহানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। চাকরি বা কর্মক্ষেত্র বহু জাতিক সংস্থার সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য বিলম্ব।

প্রতিকার : রাত্রে মাথার কাছে দুধের বাটি রাখুন এবং সকালে গাছে ঢালুন।

মিথুন রাশি : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। লটারি বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সূর্য চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভে বিলম্ব। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে মানহানি ও মামলা পর্যন্ত হতে পারে। সাংসারিক অভাব অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : কোনো অকার্যকর মুদ্রা বহমান জলে নিক্ষেপ করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। অন্যের সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। গুরুজন দেহ আরোগ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : আপনি প্রতিদিন এলাচ খান।

কন্যা রাশি : কর্মস্থলে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের থেকে বিরূপ আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। সঙ্গীত, নৃত্য বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শিল্পী সত্বার বিকাশ। কর্মস্থলে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। রাস্তায় সাবধানে চলুন।

প্রতিকার : বাড়িতে গৃহদেবতার লোহার মূর্তি পুজো করুন।

তুলা রাশি : যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ। কোনো বন্ধুর প্রতারনার শিকার হতে পারেন। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। তবে অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। পদমর্যাদা ও দায়িত্ববৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোন্নতি ও সঞ্চয়ের সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ।

প্রতিকার : নুন বর্জিত খাবার খান।

ধনু রাশি : সন্তান থেকে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি কর্মক্ষেত্রে ভাগ্যোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে বাহন ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। শিল্পী সত্তার বিকাশ। সন্তানের জন্য মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু বা শিব মন্দিরে গম, মুসুর ডাল, গুড়, ডালিয়া দান করুন।

মকর রাশি : পদোন্নতিতে বাধা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। পেশার পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। সন্তানের যত্ন নিন।

প্রতিকার : সূর্য চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বদলির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আত্মীয়–পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : তিলের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালান।

মীন রাশি : ব্যবসা ও চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফলের সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের অতিরিক্ত জেদে সংসারে অশান্তির কারণ হতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির অযাচিত সাহায্য থেকে বিরত থাকুন। গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার :অকার্যকর মুদ্রা জলে নিক্ষেপ করুন।

কাজের খবর

রাজ্য পুলিশে ৪৬৪ সাব–ইন্সপেক্টর

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে 'সাব–ইন্সপেক্টর (আন–আর্মড)', 'সাব–ইন্সপেক্টর (আর্মড)' ও 'লেডি সাব–ইন্সপেক্টর (আন–আর্মড)' পদে ৪৬৪ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ১–১–২০২৪'র হিসাবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, রূপান্তরকামীরা ৩ বছর, তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীরা কোনো পদেই আবেদনের যোগ্য নন। সব পদের বেলায় দৃষ্টিশক্তি থাকা দরকার সরকারি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশ এলাহ অনুযায়ী। মূল মাইনে : ৩২,১০০–৮২,৯০০ টাকা। বাংলা ভাষায় লিখতে, বলতে ও পড়তে জানতে হবে। তবে দার্জিলিং মহকুমা ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকার প্রার্থীদের বেলায় বাংলা না জানলেও হবে। সেক্ষেত্রে তাঁদের বেলায় অফিসিয়াল ভাষা জানতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'সাব ইন্সপেক্টর (আল–আর্মড)' পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৭ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৬০) সেমি, ওজন অন্তত ৫৬ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৫২ কেজি) আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে ৭৪ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৫২ কেজি) আর বুকের হাতি না– হতে হবে। উপজাতিদের বেলায় ৭১ সেমি) ও ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'সাব–ইন্সপেক্টর (আর্মড)' পদের বেলায় শরীরের মাগজোন হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বার অন্তত ১৭৩ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৬৩) দেখি, ভজন অন্তত ৬০ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপক্ষাবিদের কোয়ার ৫৪ কেজি) আর বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৮১ (গোগী, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিদ ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৭৬ সেমি) ও সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'লেডি সাব–ইন্সপেক্টর (আন–আর্মড)' পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬০ (গোখা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালি ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৫৫) সেমি, ওজন প্রস্তুত ৪৮ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালি ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৪৫) কেজি।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'সাব–ইন্সপেক্টর (আন–আর্মড)' পদের বেলার শরীরের মাপজোখ হতে হবে রূপান্তরকামীদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬২ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালি ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৫৭) সেমি, ওজন অন্তত ৫১ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৪৭ কেজি)।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'সাব ইন্সপেক্টর (আর্মড)' পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে রূপান্তরকামীদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬২ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালি ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৪৭ কেজি)। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'সাব

ইন্সপেক্টর (আর্মড)' পদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে রূপান্তরকামীদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৬ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালি ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ১৬০) সেমি, ওজন আন্তত ৫৪ (গোর্খা, রাজবংশী, গাড়ওয়ালিস ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় ৫০ কেজি)।

মোট শূন্যপদ ৪৬৪টি। এর মধ্যে আন–আর্মড ব্রাঞ্চে ছেলেদের জন্য ১৬৬টি (জেনাঃ ৭৪. ই.মঃ এস. ১৫, তাজাঃ ০৬, তাউজঃ ১০, ৪.বি.সি–এ ক্যাটেগরি ১৬, ৩.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ১২)। আন–আর্মড ব্রাঞ্চে মেয়েদের জন্য ১০০টি (জেনাঃ ৪৫, ই.ডব্লুএস. ১৭, তাজা। ২২, তঃটাজাঃ ৬. ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১০, গু.বি.সি বি ক্যাটেগরি ৭)। আর্মড ব্রাঞ্চে ছেলেনের জন্য ২০০টি (জেনাঃ ৯০, ইডঃ এস. ২০. তাজাঃ ৪৪, তাউঃজাঃ ১২, ও.বি.সি–এ ক্যাটেগরি , ও.বি.সি. বি ক্যাটেগরি ১৪)।

প্রার্থী বাছাই হবে এটি ধাপে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা। তাতে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা।

এরপর হবে ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা। সব শেষে হবে ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল স্টাডিজ– ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (২) লজিকাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (৩) অ্যারিথমেটিক ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরিজিতে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষায় উচ্চতা, ওজন ও বুকের ছাতি দেখা হবে।

এরপর হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ছেলেনো বেলায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ২ মিনিটে ৪০০ মিটার দৌড় আর রূপান্তরকামীদের বেলায় ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়। এরপর ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা।

এই পরীক্ষায় থাকবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন। ২০০ নম্বরের এই ৩টি পেপার থাকবে (১) জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিক ১০০ নম্বর (জেনারেল স্টাডিজ ৫০ নম্বর, লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং–২৫ নম্বর, অ্যারিথমেটিক –২৫ নম্বর)। সময় ২ ঘন্টা। (২) ইংরিজি ৫০ নম্বর। সময় ১ ঘন্টা। (৩) বাংলা ৫০ নম্বর। সময় ১ ঘন্টা। জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিক পেপারের প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি ও নেপালী ভাষায়।

সফল হলে ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। তারপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন। পার্সোন্যালিটি টেস্টে ন্যূনতম ৮ নম্বর পেতে হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://prb.wb.gov.in, www.wbpolice.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০–৫০ কে.বি.'র মধ্যে) ও সিগনেচার (৫–২০ কে.বি.'র মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। ফটোর মাপ হতে হবে ৪.৫০৩.৫ সেমি আর সিগনেচার ১.৭০৯.২ সে.মি'র মধ্যে।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২৭০ (তপশিলী হলে ২০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং / ডেবিট কার্ড / ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেবেন। এজন্য সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। এরপর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর–সহ রিসিপ্ট তৈরি হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তাতে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে তা যত্ন করে রেখে দিতে হবে।

এছাড়াও সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে পারবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোথায় কোথায় সহজ মিত্র কেন্দ্র আছে তা ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন।

এজন্য সহজ মিত্র কেন্দ্রের কর্মীকে অতিরিক্ত ২৩ টাকা দিতে হবে। সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ফোন করুন এই নম্বরে : (০৩৩)–২৩২১৪২০০, হেল্প লাইন ১৮০০৪১৯০২৫০।

অনলাইনে দরখাস্ত করার পর চালান ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে ফোন করুন এই নম্বরে: ৭০৪৪১০৮৬৮৯, ৭০৪৪১০৯৩৪৬। ই–মেল: wbprbonline @ap-plythrunet.co.in ফর্ম পূরণ করার পর কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ১০ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে।

শব্দবার্তা ২৮৮

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কুল, বংশ ৪। কর্ম ৫। জোগান, আয়োজন ৭। ভুল ৯। সংক্ষিপ্ত কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা ১০। শাকসবজি ১১। গৃহ, বাড়ি ১২। অর্থ ও পরিজন।

উপর–নীচ

১। গোটা, সমস্ত ২। আলতা ৩। অত্যাচার, পীড়ন ৪। অনাথ আশ্রম ৬। রাজপুত্র ৮। ক্ষুদ্র বন ১০। পৃথিবী ১১। জমাট, মোটা।

সমাধান : ২৮৭

পাশাপাশি : ১। সনদ ৪। পালং ৫। বাসরঘর ৬। অপবাদ ৭। মহাজন ৯। কালযাপন ১১। চোয়াল ১২। ইতর।

উপর–নীচ : ১। সংবাদ ২। দশের ৩। উত্তরদান ৪। পাদপ ৬। অনেকাংশে ৭। মনচোর ৮। জটিল ১০। যাচাই।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

তামাক মহিলাদের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

ইদানিং মহিলাদের তামাক ব্যবহার কি বেড়ে গেছে? বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। গত কয়েক বছরে কলকাতায় কম বয়সি মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সিদের মধ্যে ধূমপানের হার সমবয়সি কিশোরদের চেয়ে বেশি। এটা বেশ উদ্বেগের বিষয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ব্যবহারের কুফল এবং এর থেকে বিরত থাকার জন্য অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮৭ সাল থেকে ডাবলু এইচ ও ৩১ মে পালন করে থাকে 'ওয়ার্ল্ড নো টোবাকো ডে'। এর মাধ্যমে জনগণকে তামাক ব্যবহারের কুফল এবং এর ব্যবহার বন্ধে যে সমস্ত প্রতিরোধ যোগ্য রোগ এবং মৃত্যু প্রতিহত করা সম্ভব তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে তামাক ব্যবহারের কারণে প্রতিবছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবং এর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ অধূমপায়ী মানুষ অপ্রত্যক্ষ ধূমপানের কারণে প্রতিবছর সারা বিশ্বে মারা যান। ভারতবর্ষেই প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রতিবছর মারা যান তামাক ব্যবহারের কারণে। ভারত সরকারের দ্বারা সংগঠিত ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯–২০) ফেজ ওয়ানের রিপোর্ট অনুযায়ী উৎসাহজনক খবর হল যে ভারতবর্ষে পুরুষদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা (প্রিভ্যালেন্স) সমস্ত রাজ্যেই আগের তুলনায় কমেছে শুধু সিকিম গোয়া, বিহার, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশে এবং মিজোরামে পুরুষদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার মহিলাদের ক্ষেত্রেও আশাব্যাঞ্জক খবর হল বেশিরভাগ রাজ্যেই তামাক ব্যবহারের হার কমেছে একমাত্র মিজোরাম আর সিকিম ছাড়া। শহরের চেয়ে গ্রামে তামাক ব্যবহারের হার বেশি। ভারতের মধ্যে মিজোরামে তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি (৭২.৯ শতাংশ) আর সবচেয়ে কম ব্যাপকতা কেরালার (১৬.৯ শতাংশ)। পশ্চিমবঙ্গে এর ব্যাপকতার হার ৪৮.১ শতাংশ। খবরে প্রকাশ ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত সমীক্ষা অনুযায়ী সারা বিশ্বে মহিলা ধূমপায়ের সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমাদের দেশ। প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা।

এক সময় মনে করা হচ্ছিল যে হয়ত বা কম বয়সি মেয়েদের ক্ষেত্রে ফ্যাশনের কারণে সিগারেট ব্যবহারের প্রচলন বাড়ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসার, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির চাপে মহিলারা ধূমপানের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। মহিলাদের ক্ষেত্রে ধূমপানের ফলে বাড়ছে বন্ধ্যাত্ব, বিপদে পড়ছে গর্ভস্থ শিশু, বাড়ছে অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও অকাল মেনোপজের সংখ্যা। ধূমপানের ফলে রক্ত সঞ্চালন কমার কারণে বাড়ছে হৃদরোগের সমস্যা। এছাড়া ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তো থাকছেই। মহিলারা মনে রাখবেন তামাক ব্যবহারের ফলে ক্ষতি শুধু তার নয়, ভবিষ্যত সন্তান আসার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এবং গর্ভস্থ শিশুর ক্ষেত্রে তা মারাত্মক হতে পারে। তাই অবিলম্বে ধূমপান বা তামাক বর্জন মহিলাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

জলে ডুবে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : জলে ডুবে মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতের নাম লক্ষ্মী সিং(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালদি গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন ওই বধু। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে ওই বধুকে পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি বধূকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাইক–টোটো সংঘর্ষ, জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বাইক–টোটো সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিন যুবক। গত সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা সেতু এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন সরিফুল গাজী,নাজমূল লস্কর ও নূরআলম লস্কর। তিনজনেরই বাড়ি বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের নির্দেশখালি এলাকায়। বর্তমানে গুরুতর জখম তিনজনই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে ক্যানিং থেকে একটি বাইকে চেপে তিনজন বাড়িতে ফিরছিল। মাতলা সেতু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টোটোকে ধাক্কা মেরে বাইক থেকে তিনজন ছিটকে পড়ে। গুরুতর জখম হয় তিনজন। রাতের অন্ধকারে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গাছ কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সাহেব পিয়াদা(৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত হোমরাপলতা এলাকায়। মৃতের বাড়ি ভাঙড় থানার শ্রীরামপুরে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এক ঠিকাদারের অধীনে বিদ্যুতের কাজ করতেন সাহেব পিয়াদা। এদিন জীবনতলার হোমরাপলতা এলাকায় কাজ চলছিল। বিদ্যুৎবাহী তারের উপর গাছের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেই গাছ কাটতে উঠেছিলেন সাহেব। গাছ কাটার পর আচমকা গাছ থেকে পড়ে গুরুতর জখম হয় ওই ব্যক্তি। তার কোমর ভেঙে গিয়েছে বলে জানা যায়। অন্যান্য সঙ্গীসাথীরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ঘোড় দৌড় দেখতে গিয়ে জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ঘোড় দৌড় দেখতে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন ৪ জন।জখমদের মধ্যে এক শিশু রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, নিকারীঘাটা গ্রামে এক শ্মশান রয়েছে। সেখানে শ্মশান কালী পুজো উপলক্ষে মেলা বসেছিল। ১২ তম বর্ষের মেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঘোড় দৌড়েরও আয়োজন করেছিলেন নিকারীঘাটা শ্মশানঘাট কল্যান সমিতি। রবিবার ঘোড় দৌড় চলাকালীন একটি ঘোড়া উন্মত্ত হয়ে নির্দিষ্ট সীমান অতিক্রম করে জনসাধারনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ছত্রভঙ্গ হয়ে সাধারণ দর্শক দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় টুনা মণ্ডল ও তার এক বছরের কন্যাশিশু মেঘনা মন্ডল সহ চারজন। স্থানীয়রা জখমদেরকে দুজনকে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে এবং মা ও মেয়েকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ক্রাইম ডেস্ক

রোগী মৃত্যু ঘিরে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,সিউড়ি : রোগী মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে রোগী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতের নাম মানস মাল (৪২) মহম্মদবাজার ব্লকের কাপাশডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। ১৬ মার্চ গভীররাতে পেটে ব্যথা নিয়ে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয় মানস। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সারারাত যন্ত্রণায় কাতরালেও চিকিৎসকের দেখা মেলে নি। সকালে একজন এসে দেখে। পরে আরও একজন দেখে। কিন্তু সারারাত যখন রোগী কষ্ট পেয়েছে তখন তাঁরা বারবার রেফার করে দেওয়ার জন্য বলে কিন্তু নার্সরা করে নি। এই করতে করতে অনেক অপেক্ষা করতে হয় চিকিৎসকের জন্য। এরপরেই রবিবার বেলার দিকে মৃত্যু হয়। এরপরেই মৃতের আত্মীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রচুর গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ৪ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,সিউড়ি : মঙ্গলবার দুপুরে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সিউড়ি স্টেশনের বাইরে তিরিশ কেজি সাতশো গ্রাম গাঁজা সহ চার মহিলাকে গ্রেপ্তার করে সিউড়ি থানার পুলিশ । ধৃতরা হলো – ওড়িশা রাজ্যের গজপতি জেলার মানিকাপুর গ্রামের দময়ন্তী পাইকা,রঞ্জিতা সাহু,সুদেষ্ণা পাইকা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলের মাফুজা বেওয়া । ওড়িশা থেকে সদাইপুর এলাকায় পাচার করার উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল। দুটি ট্রলি ব্যাগ এবং একটি থলি হাতে মহিলাদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালাতেই ১৫টি বাক্স থেকে উদ্ধার হয় তিরিশ কেজি সাতশো গ্রাম গাঁজা বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

মাদ্রাসা নির্বাচনে জয় আইএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর লোকসভায় তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ছিল পাথরপ্রতিমা। এখানকার তিনবারের বিধায়ক সমীর জানার খাস তালুক দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর। মাদ্রাসা নির্বাচনে সেখানে নির্বাচিত প্রার্থীর দাবি তারা আইএসের সমর্থক। নির্বাচনে কোন আইএসএফ প্রতীক তাদের না থাকলেও জোট ছিল আই এস এফ সমর্থিত। সেখানেই ধাক্কা খেলো তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ গঙ্গাধরপুরের মতিলাল মাদ্রাসা ভোটে সংখ্যালঘু উজাড় করে দিল অলিখিত ভাবে আইএসএফ সমর্থকদেরকে। লোকসভার প্রার্থী ঘোষণার পর যখন তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট প্রচারে নেমে গেছে। তখন এইরকম একটি ফলাফল রীতিমতো মুখরোচক হয়ে উঠেছে মথুরাপুর লোকসভা জুড়ে। কিছুদিন আগে পাথরপ্রতিমা থানা প্রাইমারি কো–অপারেটিভ নির্বাচনে জোট প্রার্থীদের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। কয়েকটা সিটে প্রার্থী ও দিতে পারেনিশাসক দল। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে মোট সংখ্যালঘু ভোট ৩৪ শতাংশ। তাহলে কি সংখ্যালঘু ভোটার তৃণমূল থেকে মুখ ফেরাচ্ছে, প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক মহল। তবে এই বিষয়ে মানতে রাজি নয় তৃণমূল কংগ্রেস।

বানের জেরে ভাঙল জেটি

বজবজ বাউরিয়া লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : গত মঙ্গলবার হুগলি নদীতে বানের জেরে বাউড়িয়া জেটিঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে। বজবজের দিকে একটি লঞ্চ উল্টে যায়। এরপরই বজবজ বাউড়িয়া লঞ্চ চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই পথে হাজার হাজার মানুষ দৈনন্দিন যাতায়াত করেন।

বজবজ ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ নোটিশ টাঙিয়ে জানিয়ে দিয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে। এখন হাজার হাজার মানুষকে ঝাউতলা ঘাট থেকে ভুটভুটির মাধ্যমে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রচুর মানুষের সঙ্গে অনেক মোটরসাইকেলেও ভুটভুটিতে পারাপার হচ্ছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই মানুষকে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে। সাধারণ নিত্যযাত্রীদের দাবি খুব তাড়াতাড়ি বজবজ বাউড়িয়া লঞ্চ পরিষেবা চালু করা হোক। এই প্রসঙ্গে বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, বাউড়িয়াতে একটি পল্টন আনা হয়েছে, ওই পল্টনের মাধ্যমেই অস্থায়ীভাবে যাত্রী পারাপার হবে। ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের আধিকারিকরা কাজ করছেন।

পরবর্তী সময়ে এখানে স্থায়ীভাবে যেটি নির্মাণ হবে। আশা করা যায় দু–একদিনের মধ্যেই বজবজ বাউড়িয়া লঞ্চ পরিষেবা চালু হবে। বর্তমানে ঝাউতলা ফেরিঘাট থেকে ভুটভুটি চলাচল করছে।

ফিরে দেখো ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

কালিঘাট–ফলতার রাস্তা গুটি গুটি এগু'চ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বহু প্রতিক্ষীতে কালিঘাট ফলতার রাস্তার কাজ ধীর গতিতে শুরু হয়েছে বেহালা রায়বাহাদুর রোড থেকে। এই রাস্তা বিনা বাধায় এগিয়ে যাবে সখের বাজার পর্য্যন্ত। যেখানে জমি দখলের ব্যাপারে আছে সেই সব জায়গা বাদ দিয়ে কাজ চলবে। এই তথ্য জানালেন জনৈক সরকারী কর্তৃপক্ষ। সংবাদে আরও প্রকাশ ঘোলসাপুরের রেল কোর্য়াটারে সংলগ্ন রাস্তা সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় প্রায় মাইল খানেক রাস্তা আটকা পড়ে থাকবে। এর ফলে ডায়মণ্ড হাবরার রাস্তার যান চলাচলের চাপ কমানোর যে পরিকল্পনা ছিল তা এখনই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। জনৈক মুখপাত্র আমাদের প্রতিনিধিকে জানান রাস্তার কাজের জন্য যেসব বেসরকারী জমি দখল করা হবে তাদের শীঘ্রই নোটিশ ছাড়া হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সি, এম. ডি–এ তারাতলা থেকে জোঁকা পর্য্যন্ত রাস্তাটি সম্পূর্ণ করার যে সময় সূচি ধার্য্য করেছিল তার থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে এবং আরও কত বছর লাগবে শেষ হতে দপ্তরের কর্ত্তা ব্যক্তিরা কেউই তা সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। এ ব্যাপারে পৌর প্রতিনিধিদের উচিত জনগণের সহযোগিতায় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

৮ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, ১৬ই মার্চ, ১৯৭৪, ২রা চৈত্র, ১৩৮০, শনিবার

বড় কাছারি যাবার রাস্তার মুখেই তীব্র যানজটে নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট এর কাছেই অবস্থিত শৈব তীর্থ বাবা বড় কাছারি ধাম। বাখরাহাট রোডের বাখরাহাট হাই স্কুলের ডান দিক দিয়ে চলে গেছে প্রায় দু কিলোমিটার রাস্তা, তারপর ঝিকুর বেড়িয়া নামক স্থানে বাবা বড় কাছারি তীর্থধামটি। বড় কাছারি ঢোকার মুখের রাস্তাটি প্রতিদিনই তীব্র যানজটের সাক্ষী। রাস্তার বাঁদিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অটো এবং ভ্যান রিক্সা। এমনিতেই বড় কাছারি যাবার রাস্তাটি সংকীর্ণ। প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পথে বড় কাছারি যান। বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয় এই রাস্তার ভিতরে অবস্থিত। হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রীরাও এই পথে প্রতিদিন যাতায়াত করে। বিশেষ করে মঙ্গলবার এবং শনিবার যানজটের মাত্রা চরম সীমা ছাড়ায়। সাধারণ মানুষদের দাবি, বড় কাছারি ঢোকার মুখের রাস্তাটি যানজট মুক্ত রাখা হোক। অটো এবং ভ্যান রিক্সা অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা হোক। সেই সঙ্গে তীর্থযাত্রীরা জানাচ্ছেন দিনদিন যেভাবে তীর্থযাত্রী বাড়ছে আগামী দিনে বড় কাছারি যাওয়ার রাস্তাটি প্রশস্ত করা হোক। বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুবাই মাল এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা শীঘ্রই স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং অটো এবং ভ্যান রিক্সার মালিকদের সঙ্গে কথা বলে একটি সভার ব্যবস্থা করব। বাখরাহাট হাই স্কুল থেকে বাখরাহাট গার্লস স্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি যাতে যান মুক্ত থাকে সে ব্যাপারে তৎপর হব।

বাল্য বিবাহ ও পাচার বন্ধে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বাল্য বিবাহ,নারী পাচার, শিশু পাচার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এগুলো বন্ধ করার জন্য একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। মূলত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েদের কাজের লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে যৌন ব্যবসায় নামানো হচ্ছে। যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সুন্দরবনের কুলতলির একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শুক্রবার একটি সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সংগীতা মন্ডল সহ একাধিক সরকারি, বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকরা। এদিনের এই আলোচনা সভায় বহড়ু এলাকার আশা কর্মী, আই সি ডি এস কর্মীরা অংশ নেন। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় এই সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহন করা হচ্ছে। এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটলে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা থানায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাসন্তীতে আহত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন অগ্নিমিত্রা পল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন বাসন্তী বিধানসভা এলাকা। এখানে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলল বিজেপি। অস্বীকার তৃণমূলের। জয়নগরে কান্ডারী নার্সিং হোমে এই ঘটনায় আহত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে ১৯ মার্চ বিজেপি নেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন,গত শুক্রবার বাসন্তীর ঝড়খালি বাজারে বিজেপি প্রার্থী ডা: অশোক কাণ্ডারীর প্রচারের সময় বিজেপি কর্মীদের ওপর আচমকা হামলা চালায় তৃণমূল। এই ঘটনায় ৪জন বিজেপিকর্মী আহত হন। শনিবার বাসন্তীর পুরন্দরপুর গ্রামে পুকুরের মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিজেপির গত পঞ্চায়েতের প্রার্থী সুপ্রভা মজুমদার সহ ৩জনকে মারধর করা হয়। তাদের দেখতে আমি জয়নগরে কাণ্ডারী নার্সিংহোমে আসি। ওদের দেখলাম। কথা বললাম। বাসন্তীর তৃণমূল নেতা রাজা গাজীর নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা এর বিচার চাই। তবে তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাজা গাজী।

পথ দুর্ঘটনায় শোরগোল মহেশতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলায় বজবজ ট্রাঙ্ক রোড এবং সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনা লেগেই আছে। সম্প্রতি পরপর দুদিন তিনটি পথ দুর্ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়েছে। মহেশতলার নয়া বস্তিতে বজবজ ট্রাঙ্ক রুটে একটি অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পিলারে সজোরে ধাক্কা মারে। দুই শিশুসহ চারজন গুরুতর আহত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে মহেশতলা থানার পুলিশ বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুরনো ডাকঘরের কাছে একটি বাইক ধাক্কা মারে এক সাইকেল আরোহীকে। দুজনই গুরুতর আহত হয়। দুজনকেই বজবজ ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সম্প্রীতি উড়ালপুলে একটি ছোট হাতি গাড়ি ও প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় গুরুতরভাবে যখন চারজন। পরপর এই পথ দুর্ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়েছে। মানুষদের দাবি পথও নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রশাসন আরো তৎপর হোক।

জিমস হাসপাতালে মেরুদন্ডের বিকৃতি সার্জিক্যাল পরিষেবা ও ওয়ার্কসপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : চতুর্থ কলকাতা মেরুদন্ডের বিকৃতি সার্জিক্যাল সম্মেলন ও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হল। বজবজের জিমস হাসপাতালে। ১৮ থেকে ২২ মার্চ এই পরিষেবা চলবে। একটি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা জিমস হাসপাতালকে বেছে নিয়েছেন এই পরিষেবা দেবার জন্য। বিনা খরচায় ৮ জন মেরুদন্ডের রোগাক্রান্ত কে সার্জিক্যাল পরিষেবা দেওয়া হবে। গত বছর এই পরিষেবা পেয়েছিলেন ১০ জন। বেসরকারি হাসপাতালে করতে গেলে এই সার্জিক্যাল এর খরচ হয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। ইতালি আমেরিকা ফ্রান্স ইউকো থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বর্তমানে আছেন জিমস হাসপাতালে। ডক্টর উজ্জ্বল দেবনাথ এর পরিচালনায় এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। জিমস হাসপাতালের পিআরও কমলেশ সিং জানিয়েছেন, আমাদের হাসপাতালকে বেছে নেওয়ার জন্য ও এস এস সংস্থাকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমরা মানুষের স্বার্থে আগামী দিনেও কাজ করতে চাই। মুনাফা নয় সেবাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রসঙ্গত জিমস হাসপাতাল গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্যাম্পও করে থাকে।

সভা, পাল্টা সভায় তাতছে ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজারে দলের কার্যকর্তাদের নিয়ে একটি সভা করেছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধনা করে তিনি বলেন, '২০২৪ এ তৃণমূল ফিনিস হয়ে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস শেখ সাজাহান,উত্তম সরদার,শিবু হাজরা তৈরী করছে। বাংলা দফারফা করে দিয়েছে।'

বিজেপির মিটিংয়ের পর ৩ মার্চ, শনিবার বিকালে পাল্টা জনসভায় করে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস।জনসভার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপিকে আক্রমণ করে। তিনি বলেন,নরেন্দ্র মোদী বসন্তের কোকিল।নির্বাচন আসলেই রাজ্যে দেখা যায় তাঁকে।নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দেখায়। নির্বাচন শেষ হলেই দেখতে পাওয়া যায়না। এছাড়াও বিজেপি একটি হিংসাত্মক দল। যারা প্রতিনিয়ত জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরী করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। কখনও রাম,কখনও বা কৃষ্ণের কথা তুলে ধরে বিভাজন করে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে উত্তপ্ত করছে। বিজেপিকে মনে রাখতে হবে এটা ভারতবর্ষ। সকল ধর্মের সমান অধিকার রয়েছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে বিভাজন করা সম্ভব হবে না। কারণ এই ভারতে নজরুল, নেতাজী, রবীন্দ্র, রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্প্রীতির দেশ একমাত্র ভারতবর্ষ। এটা পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ নয়। এছাড়াও তিনি বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন রাজনীতির ময়দানে রাজনীতির কথা বলে প্রচার করুন। অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিষ প্রয়োগ করলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কথা বলবে না। প্রয়োজন হলে দুটো পা ভেঙে দেওয়া হবে।পরেশরাম দাস প্রকাশ্য জনসভার মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন,বিজেপি নেতারা শুধু বলছে আমরা হিন্দু আমরা হিন্দু। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পরেশরাম দাস,আমি হিন্দু। আমার বাড়িতে বজরঙবলী মন্দির রয়েছে। কোন বিজেপি নেতার বাড়িতে বজরঙবলী মন্দির রয়েছে বন্ধু? ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করবেন না। অহংকার পতনের মূল। আর সেই অহংকার ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লীর গদী ঢলবেই। কেউই রক্ষা করতে পারবে না।'

বাঘের পাশাপাশি বাঘরোল সংরক্ষণেও গুরুত্ব দিতে চায় সরকার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : শুধুমাত্র বাঘ সংরক্ষণ নয়। বাঘের সাথে সাথে বিড়াল প্রজাতির প্রাণীদেরকেও সংরক্ষণ করত উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই বাঘরোলকে বাঁচাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। আর সেই কাজে শুরু হয়েছে গবেষণা। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বাঘ রোল ,খটাস জাতীয় প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শের' এতদিন ধরে মূলত বাঘ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে আসছে। এবার তাই বাঘ সংরক্ষণ শুধু নয়, বাঘরোল কিংবা মেছো বিড়াল সংরক্ষণের বিষয়েও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে এ বিষয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। শুধু গ্রাম নয়, শহর বা আধা শহর এলাকার মানুষ, স্কুল সহ বিভিন্ন জায়গায়ও এ বিষয়ে বার্তা দেওয়া চলছে। যে এলাকায় এই ধরনের প্রানীদের সংখ্যা বেশি বা যেখানে এদের সাথে মানুষের সংঘাত ঘটছে সেখানে বন দফতরের পাশাপাশি এই সংগঠনের কর্মীরাও মানুষকে সচেতন করার কাজ করছেন। এই বিষয়ে বাঘ ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুন্ডু বলেন, " বাঘ, হাতি, গন্ডার সংরক্ষণ সর্বত্রই হচ্ছে। কিন্তু বাঘরোল বা মেছো বিড়াল কিম্বা খটাস যাই বলি না কেন এদের সংরক্ষণ সেভাবে হচ্ছে না। মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি না হওয়ায় অনেকেই এদেরকে হত্যা করছে। আর বাস্তুতন্ত্রে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। সেই কারণে এই বন্য জন্তুদেরও সংরক্ষণ করতে হবে। সংবাদ মাধ্যমকেও এগিয়ে আসতে হবে মানুষকে সচেতন করার কাজে।"

চারিদিকে কমছে জলাভূমি। এর ফলে এই সমস্ত প্রাণীরা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অভাব ঘটেছে তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের। শুধু তাই নয় বিভিন্ন এলাকায় এই সমস্ত প্রাণীদের দেখতে পেলেই পিটিয়ে মেরে দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। বনদপ্তর পৌঁছানোর আগেই লোপাট করে দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত প্রাণীর দেহ। শুধু সুন্দরবন এলাকায় নয় কলকাতা শহর সংলগ্ন এলাকাতেও এই সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু প্রতিনিয়ত জলাভূমির চরিত্র বদল, নতুন করে শহর গড়ে ওঠা এবং রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার কারণে এই সমস্ত ছোট ছোট প্রাণীরা মারা পড়ছে। ফলে অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে ছোট ছোট এই ক্যাট প্রজাতি প্রাণীর। এবার তাই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এগিয়ে আসা হয়েছে এই সমস্ত প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য। মূলত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনকে উদ্যোগী হতে হয়েছে সরকারের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য। ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু হয়েছে মেছো বিড়াল নিয়ে। যা আগামী দিনে তাদের সংরক্ষণের সহায়ক হবে। সুন্দরবনে সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রায় ৩ শতাধিক মেছো বিড়াল আছে সুন্দরবনে। তার বাইরেও বহু এলাকা আছে যেখানে যাকে বিড়ালের বিভিন্ন প্রজাতি। এবার সেই এলাকাগুলিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২৩ মার্চ – ২৯ মার্চ ২০২৪

'রামরাজ্য' কী শুধুই স্বপ্ন

কথায় বলে যে রামও নেই, সেই রাম রাজত্বও নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির রাম রাজত্বের স্বপ্ন প্রথম ফেরি করা শুরু করেন মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী। যদিও এই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা গান্ধীটি ব্রিটিশ আমলে নানা গণ আন্দোলনে বারংবার এমন কথা বললেও রামের আদর্শকে অনুসরণ করেন নি বলেই তৎকালীন মুক্তিকামী বিপ্লবী কূল মনে করতেন। একসময় বাংলা বিপ্লব কূলের শিরোমণি 'বড়দা' বলে পরিচিত হেমচন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন যে গান্ধী মহারাজ প্রায় প্রত্যেকটি জনসভায় রামধুন আর রাম রাজত্বের আবহ তৈরি করেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের কাঁধে থাকে তীরধনুক। তীরধনুক হিংসার প্রতীক। বিব্রত গান্ধী মহারাজ বিপ্লবীদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা টুকরো হয়ে যায়। গান্ধীজী ও গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব সেদিন ভাতৃঘাতী আগুনের উত্তাপকে শীতল করতে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা আজ ইতিহাসের চর্চার বিষয়।

ইদানিং কালে রামরাজত্বের স্বপ্ন ভেসে উঠেছিল আম আদমি পার্টির আন্নাহাজারের অহিংসা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। দিল্লির কুর্সিতে তারা বসেছিলেন। সমস্ত দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ঝাড়ুচিহ্নের প্রতীকে আপ পার্টি লড়াই লড়েছিল। একসময় একের পর এক আছড়ে পড়েছিল দুর্নীতির কালো ছায়া। বোফর্স, কয়লা, পশুখাদ্য, আরো কত কী। ব্যাপন কিংবা শিল্প দুর্নীতি নিয়ে নানা রাজ্য উত্তাল হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশে পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে লালুপ্রসাদের শ্রীঘর যাত্রায় দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন পড়েছিল। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জেলযাত্রা রাম রাজ্যের ভাবনাকে ব্যাঙ্গ করেছিল। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকা কালেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেলযাত্রা 'আদর্শ রাজনীতি' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এ রাজ্যের একের পর এক মন্ত্রী ও নেতাদের জেলযাত্রা সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সম্মানকেও যথেষ্ট খাটো করেছে সন্দেহ নেই। রাজনীতিতে সেরা সততা ও দুর্নীতিহীন গুণাবলীর নৈতিকভাব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিতেই নানা রঙের দল নামী অনামী প্রার্থী ময়দানে নামান। জোড়হাতের প্রার্থীরা ভোটের দিন চিন্তিত থাকেন জনসংযোগ করেন এবং লক্ষ্য রাখেন তার ভোটযন্ত্রকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার দিনের পর দিন দেখা গেছে প্রতিটি নির্বাচনেই প্রাণহানির ঘটনা ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে প্রাণহানি ও রক্তপাত এর ঘটনা ঘটেছে তা নজিরবিহীন। কেন্দ্রীয় বাহিনী নানা ভাল প্রতিশ্রুতি, ফল ঘোষণা, হাসিমুখে শপথ গ্রহণ কিন্তু পরিণতি যখন নানা দুর্নীতি, চুরি, হিংসা দিনের পর দিন চলে তখন সাধারণ নাগরিকদের হতাশা জন্মায়। রাজনীতির প্রতি নতুন মেধাবী, চিন্তাশীল প্রজন্ম ও ব্যক্তিরা নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছেন এই কারণে। ভোটাররা যে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যাকে জেতান, পরবর্তী সময়ে জানতে পারেন সেই প্রার্থী অন্যদলের নেতা হয়ে গেছেন, নেতাদের বাস্তববাদী ভাবনায় রাম রাজ্য অধরা থাকে মরীচিকার মতই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

হে বরেণ্য মাতঃ! আমার মত বিপন্ন এবং শরণাগতের প্রতি আপনি সদয় হয়ে বরদান করুন। সরস্বতী তাঁকে বর প্রদান করে বললেন, এখন এক যুদ্ধে তুমি মৃত্যুলাভ করবে, তারপর তোমার এই রাজকর্মচারীবৃন্দ সহকারে তোমার পূর্ব শব যেখানে রক্ষিত আছে, সেখানে গিয়ে সেই দেহেই জীবন লাভ করবে এবং নিজ রাজ্য ভোগ করবে। আমরাও সেখানে উপস্থিত থাকব। এই সময়ে এক রাজকর্মী যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাপন করল। বিদূরথের রাজ্যে প্রবল যুদ্ধ প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। লীলা মহিষীকে দেখে আয়নায় প্রতিবিম্বিত কাছে রেখে যুদ্ধার্থে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। লীলা মহিষীকে দেখে আয়নায় প্রতিবিম্বিত নিজেরই আকৃতি দেখলেন যেন। সরস্বতীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলেন, অন্তরে যেমন যেমন জ্ঞানের উদয় হয়, তার প্রতিভাস চিদাকাশে প্রতিফলন হয়। বাইরের দৃশ্যাবলী তাই সত্যবৎ বোধ হয়। রাজার আমাত্য-মন্ত্রী-সেনানী ইত্যাদি সবকিছুই রাজার অন্তরে সমুদিত জ্ঞানানুসারে তাঁর প্রাক্তন মন্ত্রী-সেনানীর মত অভিন্ন ভাবে দেখা দিচ্ছে, রাজার চিদাকাশে এমন ছবি উদিত হয়েছে এবং বাস্তবে তার প্রতিফলন হয়েছে। সত্য না হলেও সবকিছু সত্যবৎ প্রতীত হচ্ছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, অনুভবশক্তি যে কি শক্তিশালী। সকল দৃশ্যই জীবাকাশে অবস্থিত এবং অসত্য। রাজার আত্মা-আকাশে এইসব অসত্য অথচ সত্যের মত প্রতীতি হচ্ছে যেমন, ঈশ্বরেরও সত্যসঙ্কল্পে তেমন প্রতিভার উদয় হয়েছে। তাই লীলা, তুমিও মহিষীকে নিজের স্বভাব-আচার-আকারে দেখছ।

বিদূরথের স্ত্রী অর্থাৎ দ্বিতীয় লীলাকে সরস্বতী বলেন, বৎস! তুমি আমার একান্ত শরণাগত, তুমি নিত্য আমার পূজা অর্চনা করে থাক। স্বামীসঙ্গ লাভের তোমার যে প্রার্থনা, তা আমি নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। তোমার স্বামী বিদূরথ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বতন শরীরে প্রবেশ করে পূর্বের রাজ্য পরিচালনা করবে। তুমিও তাঁর মহিষীরূপে পূর্ব রাজ্যে চল। অতঃপর প্রথম লীলা বললেন, হে ঈশ্বরি! কেন আমি পূর্ব নাম রূপ ধারণ করেই লোকান্তর ও গিরিগ্রামে উপস্থিত হইনি? সরস্বতী বললেন, আম স্বয়ং স্বেচ্ছায় কিছু করি না। যার যেমন ইপ্সা, সে সেই অনুযায়ী কম করে। সংবিতের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী তার ফল প্রদান করে মাত্র। জীবশক্তির আকারে প্রত্যেক জীবেই চিৎশক্তি বর্তমান আছে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

অধ্যাপক সত্য চক্রবর্তীর হাত ধরে ভারত পেতে চলেছে

প্রথম উড়ন্ত ট্যাক্সি

নাম ই ২০০, ভাড়া উবারের দ্বিগুণ, চলতি বছর অক্টোবর নভেম্বরে পরীক্ষামূলক উড়ান হলেও ৭-৮ মাস পরেই হবে উড়ান, প্রতিরূপ ই ৫০ এর ওড়ার সফল পরীক্ষা হয়েছে

প্রচারে তৃণমূল–বিজেপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, ময়দানে নেই সিপিএম

মলয় সুর

হুগলি লোকসভা আসনে দ্বিতীয়বার বিজেপির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থী হওয়া নিয়ে বেশ গুঞ্জন এলাকায়। বাইরে এবার লকেটের কাজ এবং বিজেপি দলেরও মূল্যায়ণ হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট ঘোষণা হয়েছে শনিবার ১৬ মার্চ। যদিও তার আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দেয় বিজেপি ও তৃণমূল। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় কালীমন্দিরে পুজো দেন লকেট। পাণ্ডুয়া থেকে কিছুটা দূরে সিমলাগড় জিটি রোডের ধারে এই জাগ্রত কালীমন্দির। তাঁর বিপক্ষে একজন অভিনেত্রী ও সফল সঞ্চালিকাকে নতুন করে তৃণমূল হাজির করে দেওয়ায় বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের হয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম নির্বাচনী ময়দানে নামছেন। ২০২৪ সালে হুগলি কেন্দ্রে লড়াই নিয়ে গরমের শুরুতেই পারদ চড়ছে। বিজেপির হুগলি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান সুবীর নাগ বলেন, এবারের লড়াই মোদীজির স্বচ্ছতা বনাম তৃণমূলের দুর্নীতি। এই নির্বাচন দেশে শক্তপোক্ত সরকার গড়ার। আমাদের সাংসদ স্থানীয় উন্নয়নে প্রচুর কাজ করেছেন। বিজেপির দাপুটে নেত্রী লকেট ২০১৯ সালে প্রথম প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন একগুচ্ছ গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর সেখানেই যাবতীয় সমস্যা লুকিয়ে রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। কেন্দ্রীয় বিজেপির সরকার দশ বছর সারা দেশে ক্ষমতায় আছে। পাঁচ বছরে হুগলির বিজেপি সাংসদ কী কাজ করেছেন এবারের লোকসভা ভোটে তারই মূল্যায়ণ হবে। লকেট কখনও পথে হেঁটে, কখনও বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানাভাবে তাঁর প্রচার সারছেন। এদিন তাঁর অনুগামীরা দাবি করেছেন রেকর্ড ভোটে জিতবেন সাংসদ। যদিও বিজেপি প্রার্থী লকেটের বিরুদ্ধে। হাতে লেখা একাধিক পোস্টার দেখা যাচ্ছে এলাকায়। পোস্টারে কর্মীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে গেলে লকেটের জায়গায় অন্য কাউকে টিকিট দেওয়া হোক। পোস্টারে কারও নাম নেই। লকেটের দাবি, তৃণমূল ভয় পেয়েছে, তাই বারবার মিথ্যা রটাচ্ছে।

গত ২০১৯ সালের হুগলি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৬৭,১৪৪৮ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের ডাঃ রত্না দে নাগ ৫৯৮০৮৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন। তৃতীয় সিপিএমের প্রদীপ সাহা পান ১২১৫৮৮ ভোট। তবে এবারে হুগলি কেন্দ্রে মূল দুই প্রার্থী। একজন অভিনেত্রী বনাম টিভি শোয়ের জনপ্রিয় সঞ্চালকের লড়াই। সম্প্রতি জমি আন্দোলনের আঁতুড় ঘর তথা তৃণমূলের খাস তালুক সিঙ্গুর থেকে প্রচার শুরু করলেন হুগলি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড় থেকে স্লোগান উঠল 'দিদি নাম্বার ওয়ান জিন্দাবাদ'। ডাকাতকালী মন্দিরের পাশের শিবমন্দিরেও পুজো দেন রচনা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রচনা বলেন ঘর সংসার, দিদি নম্বর ওয়ান সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে ভোটের প্রচার করব ও মানুষের কাজ করব। হুগলির মানুষই আমার সব থেকে বড় শক্তি। পাল্টা বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, সিঙ্গুরে শিল্পও হয়নি। চাষযোগ্য জমিও নেই। তৃণমূল সিঙ্গুরবাসীকে ভাঁওতা ছাড়া কিছুই দেয়নি। অন্যদিকে হুগলির সিপিএম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ। চন্দননগরে মিছিল করে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নিজেদের মতো জনসংযোগ করে প্রচার সারছেন। তবে এবারে দুই তারকা প্রার্থীর লড়াই দেখতে মুখিয়ে হুগলি ছাড়াও সারা বঙ্গের লোক তাকিয়ে রয়েছেন।

হুগলি অনন্য। এখানে যেমন ৩-৪ ফসলি জমি আছে তেমনি আছে প্রচুর শিল্প কারখানা। আছে প্রচুর চাকরিজীবীও। ফলে এই অঞ্চলে মিশ্র বাস কৃষি জীবি থেকে শ্রমিকের। ইতিহাস বলছে এর আগে হুগলি কেন্দ্র থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন মিশ্র জনগোষ্ঠীর। ফলে এখানে উন্নয়ন হতে হবে সর্বস্তরে বিস্তৃত। আর তা করতে গেলে চায় দুঁদে রাজনীতিবিদ সাংসদ। তবে হুগলির বন্ধ শিল্পের যে প্রধান সমস্যা তার কোনো সমাধান আদৌ হবে কিনা কারোর প্রচারেই সেই উত্তর নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গড়ার এই নির্বাচনে রাজ্যের স্থানীয় সমস্যার যে গুরুত্ব থাকবে না তা কৌশলে শেষ পর্যন্ত মানুষ কিভাবে ভাবছে তার উপরই নির্ভর করছে ফলাফল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষর মুখোমুখি

২০০৮ সালে বাম আমলে রাজ্যের দুটি জেলায় পরিবর্তন হয়েছিল। একটি পূর্ব মেদিনীপুর অন্যটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। বাম দুর্গকে দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বনভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন মুজিবর রহমান মোল্লা। সেই শুরু তারপর থেকে প্রতিবারই জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবার জেলা পরিষদে জিতে অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত মুজিবুর রহমান মোল্লা। তারই মুখোমুখি হন আমাদের সহ–সম্পাদক কুনাল মালিক

প্রশ্ন : আগে জেলা পরিষদের দপ্তরগুলো জমজমাট থাকত এখন সেভাবে আর লোক আসে না কেন?

উত্তর : ২০০৮ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন বাম আমল ছিল। মানুষের যাবার জায়গা ছিল না তাই জেলা পরিষদে এসে আমাদের অভাব অভিযোগ জানাতেন। তাই সেই সময় জমজমাট থাকতো। এখন জেলার অধিকাংশ ব্লক আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোও তাই। মানুষ এখন ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে তাদের অভাব অভিযোগ জানাচ্ছেন।

প্রশ্ন : ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ এই দীর্ঘ ১৫ বছরে জেলার উন্নয়নের মানচিত্রটা কেমন?

উত্তর : ১৫ বছরে জেলার উন্নয়নের মানচিত্রটাই আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, পর্যটন, রাস্তাঘাট, পানীয় জল সর্বত্রই ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এখন গ্রামগঞ্জে কোথাও মাটির রাস্তা নেই সর্বত্রই ঢালাই রাস্তা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : সুন্দরবন এলাকার কতটা উন্নয়ন হল?

উত্তর : গঙ্গাসাগর, নামখানা, বকখালি, গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমাসহ সর্বত্রই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। গঙ্গাসাগর তো এখন পুরো ডিজিটাল হয়েছে। বাম আমলের গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে এখনকার গঙ্গাসাগর মেলার কোনও তুলনাই হয় না। ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে রাস্তাঘাট পরিবহণ মন্দিরের ব্যাপক উন্নয়নও সকলের চোখে পড়ছে। এখন সারা বছর পর্যটকরা গঙ্গাসাগরে ভিড় করছেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাতেও প্রচুর পর্যটক আসছেন। আগামীদিনে সুন্দরবনকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলা হবে।

প্রশ্ন : জেলায় নতুন কর্মসংস্থানের কোনও পরিকল্পনা হয়েছে কি?

উত্তর : এমনিতেই মমতা ব্যানার্জির ৬৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামগঞ্জের মানুষরা কোনও না কোনও পরিষেবা পাচ্ছেন। লক্ষ্মীভান্ডার প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ আরো বেশি করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ছোটখাটো কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষদের সহায়তা করা হচ্ছে। আগামীদিনে আরো নতুন নতুন কর্মসংস্থানের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : সামনেই তো লোকসভা নির্বাচন, সন্দেশখালি সহ নানা দুর্নীতির অভিযোগে আজ তৃণমূল বিদ্ধ এবারের ভোটটা কি খুব চাপের মনে হচ্ছে?

উত্তর : ২০২১ সালে আরো চাপে ছিল তৃণমূল। তখন সবাই ভেবেছিল বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। কিন্তু যখন ফলাফল বের হল তখন সকলেই অবাক হয়েছেন। তাই এবারের লোকসভা নির্বাচনও কোনও চাপের ব্যাপার নয় তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র হাসতে হাসতে জয়লাভ করবে।

প্রশ্ন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি আসনের ফলাফল কী হবে?

উত্তর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার, যাদবপুর, জয়নগর, মথুরাপুর ৪টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা ব্যাপক ভোটে জয়লাভ করবে।

ইস্তাহার প্রকাশে অনীহা

প্রথম পাতার পর

বন দপ্তর, পৌর দপ্তরের ব্যাপক দুর্নীতি, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, সরকারী দলের নেতা-নেত্রীদের একটা (বড়) অংশের বিপুল সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন ও সাম্প্রতিককালে সন্দেশখালিতে দুর্নীতি, রাহাজানি ও সন্ত্রাস ইত্যাদি কি জাতীয় রাজনীতিতে আদৌ প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ? সাধারণভাবে এসবগুলি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় যেগুলি বিধানসভার নির্বাচনে এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে ইস্যু হতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলি লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত যেগুলি বিধানসভা, পঞ্চায়েত বা পৌরসভার নির্বাচনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। তবে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও কেন্দ্র তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিষয়গুলি আরো স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য সংবিধানের কয়েকটি বিশেষ বিধান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের নবম অধ্যায়ে ২৪৫ থেকে ২৫৫ নং ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনগত সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। মনে রাখতে হবে সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। যাইহোক, ২৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছে পার্লামেন্ট (লোকসভা, রাজ্যসভা ও রাষ্ট্রপতিসহ) সমগ্র দেশ বা দেশের যে কোন অংশর জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে, আর রাজ্য আইনসভা সমগ্র রাজ্য বা রাজ্যের অন্তর্গত যে কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। ২৪৬ নম্বর ধারায় বিশেষ করে বলা রয়েছে পার্লামেন্টই কেবলমাত্র সপ্তম তপশিলের প্রথম তালিকাভুক্ত বিষয় অর্থাৎ ইউনিয়ন লিস্ট বা কেন্দ্রীয় তালিকায় উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে। এছাড়া যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারবে। আর রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন তৈরি করবে রাজ্যের আইনসভা। সংবিধানের সপ্তম তপশিলের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ৯৭টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতের প্রতিরক্ষা অর্থাৎ নৌসেনা, বায়ু সেনা ও সামরিক বাহিনী, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ, পারমানবিক শক্তি, খনিজ সম্পদ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও তদন্ত পরিচালনা, বিদেশ ও কূটনীতি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সংগঠন ও সংস্থাতে যোগদান ও তাদের সিদ্ধান্ত রূপায়ণ যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তি স্থাপন, নাগরিকতা প্রদান, বহিস্করণ, বিদেশে ধর্মস্থান, রেলওয়ে, হাইওয়ে, জাহাজ, সমুদ্র, লাইটহাউস, বন্দর, ইনকাম ট্যাক্স, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। আর রাজ্য তালিকায় যে ৬৬০টি বিষয়ের উল্লেখ আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জনশৃঙ্খলা, পুলিশ, জেলখানা, জনস্বাস্থ্য, রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ ধর্মস্থান, মাদকজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়, লাইব্রেরি, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কৃষি, জল, পুকুর, গ্যাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরাইখানা, বেতন, রাজস্ব, এস্টেট ডিউটি, বিভিন্ন ফিস ধার্য ইত্যাদি। এবার তাহলে বুঝতে পারছেন তো কেন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এত উদগ্রীব? অবশ্য একথাও ঠিক যে, রাজনীতি হল ক্ষমতার লড়াই। বিরোধীরা সর্বদা চাইবে ক্ষমতা দখল করতে আর ক্ষমতাসীন দল বা জোট চাইবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। যাইহোক এখানেই শেষ নয়। আরো একটা লিস্ট আছে সংবিধানের সপ্তম তপসিলে যার নাম যুগ্ম তালিকা বা কনকারেন্ট লিস্ট। সেখানে মোট ৪৭টি বিষয় রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, ঔষধ, জনকল্যাণ, দাতব্য, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংবিধানের ২৪৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাজ্য তালিকা বা যুগ্ম তালিকায় উল্লেখ নেই এমন যে কোন বিষয়েও এককভাবে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী। এছাড়াও জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে রাজ্যের প্রণীত আইন বা তার কোন অংশ যদি কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে যায় তবে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনটি বলবৎ থাকবে আর রাজ্যের তৈরি আইন বা আইনের অংশবিশেষ অকার্যকর হয়ে যাবে।

এবার দেখা যায় আঞ্চলিক কোন দল কি এককভাবে লোকসভা নির্বাচনের ইস্যু নির্ধারণ বা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে? উত্তর হল স্বভাবতই নয়। আর সেই কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো 'ইন্ডিয়া' শাসক জোট গঠনের জন্য আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তৃণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টি, জনতা দল সহ ইন্ডিয়া জোটের (আঞ্চলিক দলের) নেতা-নেত্রীরা ভালোভাবেই জানেন তাদের পক্ষে এককভাবে কোনদিনই ম্যাজিক ফিগার ২৭৩টি আসন লাভ করা সম্ভব নয়; ফলে চলো জোট করি, টোপ দি, মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাই আগডুম-বাগডুম বোঝাই ও ভোট করি। যদি জেতা যায়। তবে কেন্দ্রের সকল সম্পদের উপর করায়ত্ত করা যাবে ও প্রভূত সরকারী ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে। সর্বোপরি সিবিআই, ইডির রেইড এর হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে; কয়লা, তেল, বন্দর খনিজ সম্পদ যতটা পারা যায় লুঠ করা যাবে। কংগ্রেস দেখছে নিজেদের ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু, ফলে যদি জোট করে কোনভাবে ক্ষমতায় আসা যায়। ভাবুন তো এ রাজ্যে স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস ও বামদলগুলির জন্ম শত্রুতা কিভাবে নির্বাচনে সখ্যতায় পরিণত হচ্ছে? এটা কি জনগণের উন্নয়ণের স্বার্থে নাকি ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছবার এক নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য প্রয়াস। এই সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কখনও দেশের আর্থিক বৃদ্ধি, বেকারি ও দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন, শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রসার, মহাকাশ গবেষণা, হিংসামুক্ত পরিবেশ, সম্পদের সুসম বন্টন ও দেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারবে? অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার গত ১০ বছরে দেশের অর্থব্যবস্থাকে দশম স্থান থেকে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে পৌঁছে দিয়েছে, উন্নত রাস্তাঘাট, বিমান, সড়ক, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিশ্রুতি মতো সিএএ প্রণয়ন, মহিলাদের জন্য বিধানসভা ও লোকসভায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারার বিলোপসাধন, ক্লাইমেট অ্যাকশান, রামমন্দির নির্মাণ, দারিদ্র দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাস করা, শক্তিশালী বিদেশনীতি প্রণয়ন, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, প্রতিবেশী দেশের ভিতরে ঢুকে জঙ্গীঘাটি ধ্বংসকরণ, সফল মহাকাশ গবেষণা ও চন্দ্রযান-৩ এর সফল উৎক্ষেপণ করে আজ ভারতকে বিশ্বের দরবারে সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন প্রশ্ন হল জাতীয় কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোট-এর কাছে এসবের চেয়ে ভালো উন্নয়নের বিকল্প নীতি কি আছে? দেশের সমৃদ্ধি, সীমা সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী পদ লাভ এর জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে? দেশকে উন্নয়ণশীল থেকে উন্নত দেশে কত বছরে ও কিভাবে নিয়ে যাবে? জনগণ জানতে চায় এসব ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির আলোচনা ও তা নিয়ে বিতর্ক এবং প্রতিশ্রুতি আর এসবই হওয়া উচিত অষ্টাদশ সাধারণ নির্বাচনের মূল ইস্যু।

দেশ দেশান্তরে

গেরুয়া ময় অযোধ্যায় বাঙালির উচ্ছ্বাস

উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে পাল্টে দিয়েছে রাম মন্দির

কুনাল মালিক • অযোধ্যা

গত ৭ মার্চ উত্তরপ্রদেশের কাটরা স্টেশনে দুপুর দেড়টা নাগাদ নেমে এবং ওখানকার নিরাপত্তা দেখে অবাকই হতে হল। স্টেশনের বাইরে বের হতেই চোখে পড়লো গেরুয়া রঙের ইলেকট্রিক চালিত এসি বাস সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাসের গায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর সহস্র মুখের ছবি। সেই বাসে করে ছুটে চললাম অযোধ্যার হনুমান গুফায়। বিশাল চওড়া রাস্তায় চোখে পড়ল স্বচ্ছতার নিদর্শন। সরযূ নদীর ঘাট পেরিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হনুমান গুফায়। তীর্থযাত্রীদের জন্য বানানো হয়েছে পঞ্চবটি আশ্রম। এখানে থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। তবে এখানে সবই নিরামিষ খাবার। বিকালে রাম কথা রোড ধরে এগিয়ে চললাম লতা মঙ্গেশকর চকের দিকে। চার লেনের চওড়া রাস্তা চোখে পড়ার মত। রাস্তার দুদিকে পিলার তুলে তাতে রামায়ণের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। হনুমানজির মূর্তির ছবি দেওয়া গেরুয়া রঙের ঝাণ্ডা রাস্তার দুদিকে পত পত করে উড়ছে। সর্বত্র মাইকে বাজছে রাম ভজন। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে আধ্যাত্মিক নৃত্যগীতের ব্যবস্থাও আছে। লতা মঙ্গেশকর চকে প্রচুর মানুষের ভিড়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জিনিসের প্রচুর দোকান। মুড়ি মুরকির মত বিক্রি হচ্ছে রামলালার মূর্তি রাম মন্দির গদা ও আরো অনেক আধ্যাত্মিক দ্রব্য। রাস্তার মাঝে মাঝে নরেন্দ্র মোদির কাটআউট লাগানো সেলফি জোন। সেখানে সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন। বীরেন্দ্র দুবে নামে এক অটোচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেন, ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এখানকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এখানে ভিড় করছেন। আগে আমাদের সেভাবে প্যাসেঞ্জার হতো না। এখন পর্যটকরা রাম মন্দির সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে দেখছেন আমাদের টোটো অটো করে। লতা মঙ্গেশকর চকে এক চা দোকানে সুভাষিনী দেবী নামে এক মহিলা চা করছিলেন। তিনি জানালেন, সত্যিই আমরা পুরুষোত্তম রামজীর কাছে কৃতজ্ঞ। আগে আমাদের সেভাবে সংসার চলতো না। এখন দিনে হাজার টাকার চা বিক্রি করি। অযোধ্যায় চোখে পড়ল হাজার হাজার বাঙালির উচ্ছ্বাস। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলা থেকে বিভাস পাত্র এসেছেন সপরিবারে। তিনি জানালেন, আমরা অযোধ্যায় এসে এখানকার ব্যবস্থা ও পরিবেশ দেখে সত্যিই মুগ্ধ। রাম মন্দির ও রামলালার মূর্তি দর্শন করতে পেরে আমরা ধন্য। আবারও অযোধ্যায় আসব এই আশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। মায়াপুর থেকে এসেছেন সদানন্দ প্রভু। তিনি জানালেন, ২৫ বছর আগে একবার অযোধ্যায় এসেছিলাম। কিন্তু এখনকার যে অযোধ্যা দেখলাম তার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। রামলালার মূর্তি দর্শন করতে পেরে আমরা সকলে ধন্য। হুগলি থেকে এসেছেন সপরিবারে সন্দীপ পাত্র। শিব রাত্রির দিন তার বাড়ির মহিলারা লতা মঙ্গেশকর চকের কাছে রাস্তার ধারে এক শিবলিঙ্গে জল ঢেলে শিবরাত্রি উদযাপন করেন। সন্দীপ বাবুর পরিবারও রামলালার মূর্তি দেখে এবং অযোধ্যার পরিবেশ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ। শিবরাত্রির মহাযোগে হাজার হাজার বাঙালি স্নান করলেন সরযূ নদীর রাম কি প্যারী ঘাটে। হর হর মহাদেব ধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অযোধ্যার সরযূ নদীর তীর।

ছবি : অরুণ লোধ

আফগানিস্তানে বোমা হামলা

সুমন্ত ভৌমিক

আফগানিস্তানের কান্দাহারে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে কমপক্ষে ২০ জনে দাঁড়িয়েছে বলে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরের একটি বড় হাসপাতালের সূত্র জানা যায়। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার শহরের নিউ কাবুল ব্যাংকের বাইরে অপেক্ষমাণ লোকজনকে লক্ষ্য করে বৃহস্পতিবার সকালে এই হামলা চালানো হয়। তখন তালেবান কর্মকর্তারা বলেছেন, নিহতের সংখ্যা তিনজন এবং আহতের সংখ্যা ১২ জন। তবে শহরটির প্রধান হাসপাতালের সূত্রে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

মিরওয়াইস হাসপাতালে সকালের বিস্ফোরণের ঘটনায় ২০টি মরদেহ এসেছে। এ ছাড়া ৫০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ এই হামলার জন্য ইসলামিক স্টেটকে দায়ী করেছে। এ প্রসঙ্গে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল মতিন কানি বলেন, অপরাধীদের শনাক্ত করা হবে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি আর বলেন, বোমা বিস্ফোরণের সময় সেখানে লোকেরা বেতন তোলার জন্য জড়ো হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি। তালেবানরা ২০২১ সালের আগস্টে মার্কিন সমর্থিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর তাদের বিদ্রোহের অবসান ঘটায়।

এরপর থেকে আফগানিস্তানে বোমা বিস্ফোরণ এবং আত্মঘাতী হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। যদিও আইএসআইএস এবং বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হুমকি রয়েই গেছে। তবে ১১ মার্চ পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার পর থেকে দেশজুড়ে একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। তালেবান কর্মকর্তারা কয়েকটি ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সুস্বাদু, ওজন কমায়, রোগ মুক্তি করে

চেরি টমেটো চাষে করে লক্ষ্মী লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: চেরি ফলের কথা আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে চেরি ফল নয় চাষ হচ্ছে চেরি টমেটো। এই চেরি টমেটো একাধিক রঙের হয় তবে ডায়মন্ড হারবার এলাকা জুড়ে লাল ও হলুদ চেরি টমেটোর চাষ চলছে জোর কদমে। রাজ্যে সচরাচর দেখাই যায় না এই চেরি টমেটোর চাষ।

তবে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, খান্দালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সহ একাধিক এলাকায় মহিলা চাষিরা চাষ করছে চেরি টমেটো।

মহিলা চাষীরা জানান, সাধারণত বাজারে যে টমেটো বিক্রি হয় তা চাষ করে দামই পাচ্ছে না তারা। তবে ব্লক কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় চেরি টমেটো চাষ করে সাধারণ টমেটোর থেকে ৩ গুন বেশি দাম পেয়ে লাভের মুখ দেখছেন তারা। একদিকে যেমন উচ্চ ফলনশীল এই গাছ তেমনই দীর্ঘমেয়াদী ফলন পাওয়া যায়।

বাজারে সাধারণ টমেটোর থেকে অনেকটা বেশি দাম চেরি টমেটোর। ফলে চেরি টমেটো চাষ করে লক্ষীলাভ হচ্ছে চাষীদের।

কৃষি দপ্তরের আধিকারিক জানান, সাধারণত বেশি জল ও অত্যাধিক গরমে নষ্ট হয় চেরি টমেটো গাছ সেজন্য রাজ্যে এই চেরি টমেটোর চাষ দেখা যায় না। তবে ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লক জুড়ে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় চাষিরা উৎসাহী হয়ে চেরি টমেটো চাষ করছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চেরি টমেটো আকারে ছোট হলেও বেশ সুস্বাসু ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, পটাসিয়ামের মত খনিজ এবং লাইকোপিনের মতো এন্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর।

স্নাক্স হিসেবে চেরি টমেটো দুর্দান্ত। সালাদ বানাতে এই টমেটো ব্যবহার করতে পারেন কিংবা পাস্তার সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন আবার ডেজার্ট হিসেবে বেক করেও খাওয়া যায়। তবে ওজন কমানোর জন্য এটি বন্ধুর মত কাজ করে, এই টমেটোতে ক্যালরি কম থাকে এমনকি প্রস্টেট ক্যানসার থেকে রক্ষা করে এই চেরি টমেটো।

আর চাষিদের মধ্যে চেরি টমেটো চাষ করার উতসাহ বাড়াতে একদিকে যেমন কৃষি আধিকারিকরা চাষের নজরদারি করতে মাঠে পৌঁছে যাচ্ছেন তেমনি কৃষকের তৈরি হওয়া ফসল যাতে বাজারে সঠিক দামে বিক্রি করে চাষিদের লাভের মুখ দেখানো যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট কৃষি দপ্তর।

ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের কৃষি আধিকারিক পিউ মন্ডল জানান, আগামী দিনে ডায়মন্ডহারবারের চেরি টমেটো যাতে রপ্তানি করা যায় বাইরে, সে বিষয়ে যেমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তার পাশাপাশি ই কমার্স প্লাটফর্মে ডায়মন্ড হারবারের চাষীদের চাষ করা চেরি টমেটো বিক্রি করা যায় তার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

উদযাপিত হল কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার ৭৮তম প্রতিষ্ঠাদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীন পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে ৭৭ বছর পূর্বে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অন্যতম সংস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা দেখতে দেখতে ৭৮ বছর অতিবাহিত করল। গত ১৭ মার্চ প্রতিষ্ঠা দিবস সংস্থার প্রধান কার্যালয় উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডি ডি জি আই সি এ আরডক্টর বি মিনা কুমারী, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর গৌতম সাহা, প্রাক্তন অধিকর্তা আই সি এ আর ড. এ কে সিং, প্রাক্তন এডিজি আই সি এ আর ডক্টর মদন মোহন, প্রাক্তন এডিজি আই সি এ আর ডক্টর বি পি মহান্তি, আটারিও ডাইরেক্টর ডক্টর প্রদীপ কুমার দে, সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডক্টর বসন্ত কুমার দাস। কেক কেটে ৭৮ টা বেলুন উত্তলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রধান অতিথি সহ সম্মানীয় অতিথিগণ কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার কাজের ভুয়ষী প্রশংসা করেন, স্বাগত ভাষণে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর বসন্ত কুমার দাস বলেন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে অসংখ্য যুগান্তকারী প্রযুক্তি এবং উদ্যোগ প্রবর্তন করেছে, যেমন প্ররোচিত প্রজনন ও সমন্বিত মৎস্য চাষ, জলধার ও জলাভূমির জন্য মৎস্য ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা, ইলিশ ও অন্যান্য মাছের প্রজাতির সংরক্ষণ, ঘেরের সংস্কৃতি, মেঘা রিভার রেঞ্চিং প্রোগ্রাম এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি প্রচারের সাথে বিভিন্ন পণ্যের বিকাশ ও বাণিজ্যকরন সহ বিগত ৭৭ বছরে বর্ণময় ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি ঘোষণা করেন আগামী দিনে সুন্দরবনের তফসিল জাতি, উপজাতি ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ণের জনগোষ্ঠীর মহিলাদের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কাজ করে যাবে।

তিনি আরও জানান, নমোমী গঙ্গা প্রকল্পের অধীনে গঙ্গা নদীতে লক্ষ লক্ষ মাছের চারা ছাড়ার পরিকল্পনা আছে। অন্য ধরে ইলিশ প্রজনন ও সংরক্ষণ এর জন্য লাগতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য চাষীদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সংস্থার বিজ্ঞানী সহ কর্মীরা কাজ করে চলেছে। ডক্টর বি মিনা কুমারী, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ড. গৌতম সাহা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অসামান্য পারফরমেন্সের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজনকে সম্মানিত করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে মৎস্য চাষী, শিক্ষার্থী, সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বজবজে রক্তদান উৎসব

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : 'বজবজ গভঃ কোয়ার্টার্স কালচারাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার'এর পরিচালনায় ও 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স (সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক) এর সহযোগিতায় গত ১৭ মার্চ ২০২৪, রবিবার স্বর্গীয়া রমা দাশগুপ্তর চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বজবজ গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্সএ এক বিরাট রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বজবজের মাননীয় বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পৌরসভার উপ–পৌরপ্রধান জনাব মোঃ মনসুর সহ বজবজ পৌরসভায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়ও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য শঙ্কর ঘোষাল, বি বি আই টি –র চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল দাসগুপ্ত বলেন ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে নানা সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাদের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও রয়েছে। যাতে গরিব মানুষ রক্তের অভাবে মারা না যায় তাই সমাজে কিছুটা হলেও রক্তের সরবরাহ করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এই প্রয়াসে প্রায় ১৩৪ জন রক্তদাতার সফলভাবে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষে রক্তদান শিবিরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রবীর রায় বলেন, রক্তদান আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই হল রক্তদাতা তৈরি করা এবং রক্তদানের মাধ্যমে দাতাদের মনের ভয়ভীতি দূর করে উৎসাহিত করে তোলা। তিনি বলেন, প্রথম প্রচেষ্টায় ১৩৪ জন রক্তদাতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ যথেষ্ট ইতিবাচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। সংগঠনের সভাপতি ও বজবজ পৌরসভার পৌরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, রক্তদান একটি মহৎ কাজ। মানুষ তার শরীরের মূল্যবান রক্ত দিয়ে আর একজন মানুষের প্রাণ বাঁচায়। রক্তের কোনো বিকল্প নেই। এই মহৎ কাজে যুক্ত সকলকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরও বলেন, এই প্রচেষ্টায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগী বেঁচে উঠবে এই প্রার্থনাই করি।

বৃষ্টির উপেক্ষা করেই প্রচারে প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মগরাহাট পূর্বে প্রথম প্রচার সারলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল। গত দুবারের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আর এ বছর তার ওপরেই ভরসা রেখে তৃতীয়বারের জন্য জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তাকেই প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস। মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার চাকদা থেকে নৈনান পর্যন্ত জনসংযোগ করেন প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। স্থানীয় একটি রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে পূজা দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। সিপিএম বা আইএসএফ এখনো পর্যন্ত জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা না করলেও বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে তবে সেই বিষয় নিয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল

হুগলিবাসী খুব লাকি আমার মতো প্রার্থী পেয়েছেন : রচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস এবার প্রার্থী করেছেন দিদি নাম্বার ওয়ান এর সঞ্চালিকা রচনা ব্যানার্জিকে। প্রার্থী ঘোষণার কিছুদিন আগেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিদি নাম্বার ওয়ান প্রোগ্রামে গিয়ে রুটিও বেলেছেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল কিছু একটা হতে চলেছে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ১০ মার্চ ব্রিগেডের জনগর্জন সভায় যখন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রচনা ব্যানার্জীর নাম ঘোষণা হল। সম্প্রতি রচনা ব্যানার্জি সিঙ্গুরের ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। অনেকেই অবশ্য বলছেন তৃণমূল চোর কংগ্রেসের দল, তাই ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দিতে হলো রচনা ব্যানার্জিকে। আবার তিনি একটি কর্মী সভায় বলেছেন হুগলিবাসী অনেক লাকি আমার মতন প্রার্থীকে পেয়েছেন। অনেকেরই ধারণা রচনা ব্যানার্জীর এই উক্তিটি হুগলী বাসীকে অপমান করার সামিল। তাদের প্রশ্ন কেন আপনি দিদি নাম্বার ওয়ান এর জনপ্রিয় সঞ্চালিকা হিসাবে বিনা পয়সায় আপনাকে হুগলিবাসী দেখতে পাবে সেই জন্যই কি হুগলি বাসি লাকি? বীরভূমের সাংসদ শতাব্দি রায় এক সভায় বলেছিলেন আমাকে দেখতে হলে তো পয়সা দিয়ে দেখতে হতো, এই যে বিনা পয়সায় দেখছেন এটা কি কম কথা। তারই প্রতিচ্ছবি যেন দেখা যাচ্ছে রচনা ব্যানার্জীর কথায়।

তিনি আরো বলেছেন, সিঙ্গুর একটি ঐতিহাসিক জায়গা যেখানে মমতা ব্যানার্জি তার আন্দোলন শুরু করেছিলেন রাজনৈতিক উত্থানের জন্য। সিঙ্গুর ঐতিহাসিক জায়গা কি জন্য? সিঙ্গুর থেকে তো রতন টাটাকে তাড়ানো হয়েছে তাই। তা না হলে ওখানে ন্যানো কারখানা হত লক্ষ লক্ষ বাংলার যুবক–যুবতীরা চাকরি পেতেন। রতন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মাথায় বন্দুক ঠকালেও আমি যেতাম না কিন্তু মমতা ব্যানার্জি আমার কপালে ট্রিগার টিপে দিয়েছেন। খুবই হতাশার এবং আক্ষেপের কথা। তিনি বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন গুজরাটে। গুজরাটে এখন ন্যানো সহ অটো হাব তৈরি হয়েছে। হাজার হাজার যুবক–যুবতী সেখানে চাকরি করছেন। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আর সিঙ্গুরের ওই মাটিতে মমতা ব্যানার্জি সর্ষের বীজ ফেলেছিলেন। সেটাও ভালো করে হচ্ছে না। ওখানকার মানুষগুলো চায়ের দোকান চালিয়ে বা ছোটখাটো ব্যবসা করে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আর রচনা ব্যানার্জি বলছেন সিঙ্গুর নাকি ঐতিহাসিক জায়গা। এ কথা শুনে ঘোড়াও হাসবে। এর আগেও আমরা দেখেছি যাদবপুরে মিমি চক্রবর্তীদের মমতা ব্যানার্জি ভোটে দাঁড় করিয়েছেন। তাদের কি পারফরম্যান্স মানুষ এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। নুসরত তো সন্দেশখালিতে যাবার সময়ই পেলেন না। উল্টে বললেন ওখানে ১৭৪ ধারা চলছে, তাই যেতে পারছি না। ১৭৪ ধারা বলে যে কিছু নেই, এটা ১৪৪ ধারা সেটাও ভালো করে জানেন না সাংসদ। মিমি তো অভিমানে দল ছেড়ে দিলেন। ভেবেছিলেন দেবের মত গল্প ফেঁদে যদি আবার টিকিটটা পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য শিকে ছেড়েনি। আরেক অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ এবার যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন। ভোট প্রচারে গিয়ে তাকে নাচতে হচ্ছে ভোটের জন্য। কি হবে ভোটের রেজাল্ট আগামী দিন তা জানা যাবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে হুগলি সহ যাদবপুর বাসীকে এবার যাচাই করে নিতে হবে অভিনয় জগতের প্রার্থীকে। পরে তাদের জন্য যেন আক্ষেপ করতে না হয়।

পূর্ব বর্ধমানের দুই প্রার্থীর সমর্থনে কাটোয়ায় অভিষেকের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি,বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে শুক্রবার বিকেলে কাটোয়ায় জনসভা করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন কাটোয়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিলা সরকার এবং বর্ধমান–দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদ, রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ, প্রদীপ সরকার, মলয় ঘটক সহ অসংখ্য বিধায়ক এবং বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতার কার্যত পুরোটাই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রথম থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। এর আগে রাজ্যের একাধিক সভায় তিনি যে–ভাষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিভিন্ন ইস্যুতে আক্রমণ করেছিলেন এদিনও তাঁর কণ্ঠে সেই চড়া সুরই বাঁধা ছিল। তাঁর বক্তৃতায় উঠে আসে ১০০ দিনের কাজ সহ কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় রাজ্যের বকেয়া হাজার হাজার কোটি টাকার প্রসঙ্গ।

এছাড়াও তিনি রাজ্যের প্রতি একাধিক কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সহ বিমাতৃসুলভ আচরণ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পাশাপাশি তিনি 'মোদী গ্যারান্টি'কে কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য ভোট চাওয়ার পাশাপাশি এরাজ্যে বিজেপিকে সর্বত্র পরাস্ত করার আহ্বান জানান।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়ণ হবে : অশোক কান্ডারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার পর্ব শুরু করলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারী। এদিন ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন বিজেপির পার্টী অফিসে প্রার্থী পরিচিতি,সংবর্ধনা এবং কার্যকর্তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রচার পর্ব শুরু করেন ডাঃ কান্ডারী।এদিন প্রচার সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যনেতা সঞ্জয় কুমার নায়েক, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার কনভেনার দিলীপ বৈদ্য,জেলা নেতা বিকাশ সর্দার,রমেন মন্ডল,অজয় বায়েন,পবিত্র পাত্র,জগদীশ মন্ডল,মনোজ সরকার,সুব্রত পাল সহ অন্যান্যরা। বিজেপি প্রার্থী ডাঃ কান্ডারী বলেন, 'বর্তমান শাসকদল রাজ্যটা কে দফারফা করে দিয়েছে।গোরু চুরি, কয়লা চুরি, চাকরি চুরি থেকে কি চুরি করেনি? গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই ক্যানিং ১, ২, গোসাবা,বাসন্তী সহ বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসক দলের হার্মাদরা।ক্যানিংয়ে কোন উন্নয়ণই হয়নি। শুধু জবর দখল হয়েছে। নদীর চর চুরি হয়েছে, বালি চুরি, মাটি চুরি চলছে। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্র সন্ত্রাস কবলিত! বিজেপি ক্ষমতায় এলে জমি উদ্ধার করে সাধারণ মানুষকে ফেরত দেওয়া হবে। এছাড়াও সমস্ত হার্মাদদের ঠিকানা হবে জেলখানা।

বর্তমানে যেমন অনুব্রত,বালু,আলু,সাহজাহানরা রয়েছে।এছাড়া বিজেপি ক্ষমতা এলে মায়েদের সম্মান ও গণতন্ত্র রক্ষা করার কাজ কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুন্দরবনকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে।বিশ্ববিদ্যালয়,মেডিকেল কলেজ,গোসাবা নদীর ওপর ব্রীজ এমনকি সুন্দরবনের বুকে রেলপথ সম্প্রসারণ করা সহ বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক কাজ হবে।' ডাঃ কান্ডারী আরো বলেন,জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে তিনি একশো ভাগ আশাবাদী। অন্যদিকে বিজেপির লোকসভার প্রার্থী ডাঃ কান্ডারীর বক্তব্য কে নস্যাৎ করে দিয়ে ক্যানিং পশ্চিম বিধান সভার বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'বিজেপির সাথে মানুষ নেই। ১০/১২ জন লোক নিয়ে প্রচার করে বলছেন ক্যানিংয়ে উন্নয়ণ হয়নি,সন্ত্রাস কবলিত! আমি বলবো চোখ খুলে দেখে যান।হয়তো উন্নয়ণ সহ্য হচ্ছেনা বলে এমনটাই বলছেন।এছাড়া ক্যানিং যদি সন্ত্রাস কবলিত হবে, তাহলে রাত ১২/১ টার সময় ট্রেন থেকে নেমে সাধারণ মানুষ শান্তিতেই বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন কি ভাবে? বিজেপির লজ্জা হওয়া উচিত। দলীয় প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারেও বিধায়ক একশো ভাগ নিশ্চিত।তিনি জানিয়েছে,উন্নয়ণ দেখেই মানুষ ভোট দেবেন। আমরা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করি এবং ৩৬৫ দিন মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থাকি ফলে প্রতিমা মন্ডল যে আবারও জয়ী হবেন তা একশো ভাগ নিশ্চিত।'

সৃজনের জনসংযোগ পদযাত্রা

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য রবিবার বারুইপুর পদ্মপুকুর থেকে বারুইপুর শিবানীপিঠ পর্যন্ত জনসংযোগের পদযাত্রা করেন । সিপিআইএম প্রার্থী তালিকা অনেক দেরিতে ঘোষণা হলেও কোন রকম কাল বিলম্ব না করে তৃণমূল বিজেপির মতো তারাও ভোটযুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়েন। সিপিআইএম প্রার্থী তালিকায় এবারে বেশির ভাগই নতুন মুখ। আজ সকাল থেকেই সোনারপুর এবং বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। তাকে প্রশ্ন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি প্রার্থীর নাম আগেই ঘোষণা হয়ে গেছে কিন্তু আপনার নাম দেরিতে হওয়ায় কিছু পিছিয়ে পড়েছেন, তাতে উনি বলেন– হৃদয়ে লিখো নাম সে নাম রয়ে যাবে, আপাতত মানুষের হৃদয় নাম লেখা চলছে, পরে দেয়ালে লেখা হবে। আমাদের তো আর ইলেক্টোরাল বন্ডের কোটি কোটি টাকা নেই যে মুহূর্তের মধ্যে সব হয়ে যাবে। মানুষের সমর্থন নিয়ে কোটো নাড়িয়ে যে টাকা আসবে তা দিয়েই প্রচার হবে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র আপাতত তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে যাদবপুর এতটাই লাল, তৃণমূল এবং বিজেপি প্রার্থীরা দেয়ালে যে নাম লিখছে তাতে লাল রং দিয়ে লিখছে অতএব লাল রঙে এগিয়ে যাবে, আর মানুষকেই বিচার করতে দিন কাদের শক্ত ঘাঁটি।

প্রচার শুরু উত্তরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জলপাইগুড়ি জেলা লোকসভা কেন্দ্রের ড. নির্মলচন্দ্র রায় এবং দার্জিলিং জেলা লোকসভা কেন্দ্রের গোপাল লামা –র সমর্থনে নির্বাচনী পদযাত্রা ও দেওয়াল লিখন এবং নির্বাচনী সভা দুই নম্বর ফুলবাড়ি জিপি ও এক নম্বর মাটিগাড়া জিপি। এছাড়াও শিলিগুড়ি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দুজন প্রার্থীর পক্ষে শিলিগুড়ির গৌতম দেব ও তৃণমূল নেতা দেবাশয় পরামানিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা নির্বাচনী প্রচার সভা করেন। ওই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতি পাপিয়া ঘোষ সহ নেতৃবৃন্দ ও প্রার্থী

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে

প্রথম পাতার পর

২০২১–এর শেষদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্তকের নয়া বাজেট বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফের নজরদারির এলাকা বৃদ্ধি হলেও পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। এ প্রসঙ্গেই বাগদার বাসিন্দা উত্তম দাস, স্বরূপনগরের বাসিন্দা আব্দুল মণ্ডল ও রহিম শেখরা বলেন, ভৌগোলিক অসুবিধাকে হাতিয়ার করেই সমাজবিরোধীরা এইসব সীমান্ত এলাকায় এখনও সক্রিয়। প্রায়শই পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ ধরা পড়লেও বিএসএফের নজর এড়িয়ে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে এইসব অসামাজিক কর্মকাণ্ড। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষক বলেন, দৈনিক যদি ৫ জন করে অনুপ্রবেশকারী এদেশে ঢোকে তাহলে মাসে অন্ততঃ দেড়শ জন হয়। এর মধ্যে সবাই তো ধরা পড়ে না। এইসব অনুপ্রবেশকারিদের মধ্যে অন্ততঃ একজন জঙ্গী ঢুকে পড়বে না তার গ্যারান্টি কোথায়?' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক নির্বাচনে এখান থেকে অনেকেই ওদেশে গিয়েছিল। ভারতের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তারাই আবার ফিরে আসতে পারে।' এ প্রসঙ্গে বিএসএফের ডিআইবি উদয় রায় বলেন, 'অনুপ্রবেশ এখন আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। সীমান্তে এখন নজরদারি অনেক কঠোর। বর্ডারে অফিসার থেকে শুরু করে জওয়ানরা দিনরাত পাহারা দিচ্ছেন। সীমান্ত এখন সম্পূর্ণ নজরদারির মধ্যেই আছে।'

নির্বাচনের প্রাক্কালে সীমান্তে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বাগদা থানার ওসি গণেশ বাইন বলেন, 'বনগাঁর মধ্যে এরকম প্রভাব পড়ে না। আমি গত প্রায় পাঁচ বছর এখানে আছি। পেট্রাপোল থানায় থাকাকালীন ২০১৯, ২০২১ ও ২০২৩ লোকসভা, বিধানসভা ও পঞ্চায়েত তিনটে নির্বাচন পেয়েছি। বর্তমানে বাগদা থানায় ২৪–এর লোকসভা পাচ্ছি। এই কয় বছরে এরকম কোনও ঘটনা অর্থাৎ নির্বাচনের সময়। বাইরের দেশ থেকে এসে প্রভাব বিস্তার করার ঘটনা আমি পাইনি।'

এবার গত নির্বাচনগুলির থেকে দুটো পরিবর্তন ঘটেছে। এক, বিএসএফের নজরদারি এলাকা বেড়েছে এবং দুই, এই দুটি বিষয় এবার নির্বাচনের সময় সীমান্তে নড়াচড়া বাড়ায় কিনা তাই এখন দেখার।

গার্ডেনরিচ কাণ্ডের আভাস

প্রথম পাতার পর

ওই সমীক্ষায় ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাশের ওয়ার্ড ১৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে মোট জলাশয় দেখানো হয়েছে আটটি। ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে মোট জলাশয় দেখানো হয়েছে ১৩টি। এমন নয় তো আগামী দিনে পুকুর বুজিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরি করা হবে, তাই ওই ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুকুরগুলিকে ওই সমীক্ষায় দেখানো হল না।

১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমানে যিনি পৌর প্রতিনিধি আছেন, সেই শামস ইকবাল এই ওয়ার্ডে পৌর প্রতিনিধির দায়িত্বে আছেন ২০১৫ সালের মে থেকে। ২০১০ – ২০১৫ এই পাঁচ বছরে ছিলেন শামস ইকবালের পিতা মহম্মদ ইকবাল। ২০০০ – ২০১০এ সময়কালে ছিলেন সিপিআইএমের ইয়াসমিন সুলতান হোসেন।

গার্ডেনরিচ এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই এলাকায় বহুতল তৈরি করা হবে, আর স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির কাছে খবর থাকবে না, এটা অসম্ভব। ওয়ার্ডের কোণে কোণে পৌরপ্রতিনিধির লোক বসানো রয়েছে। এ এলাকায় একটি একতলা বাড়ি করতে গেলেই কোথা থেকে চলে আসে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি সাঙ্গোপাঙ্গরা। হিসেব বুঝে নেওয়ার পর কাজ শুরু করা যায়। এমন অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেছেন, কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতর মেয়র পারিষদ ফিরহাদ হাকিম। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের কাছে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিল্ডিং দফতরের একজন সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব ওয়ার্ডের প্রতিটি অঞ্চলে নিত্য যোগাযোগ রাখা, খোঁজ খবর রাখা, কোনো পাড়ার কোনো গলিতে বা তস্য গলিতে বহুতল নির্মাণের কাজ শুরু হলেই খোঁজ নিতে হবে তা আইনি কী না? প্ল্যান স্যাংশন হয়েছে কী না? ৯০ জন এসএই–এর এটাই কাজ। আর আইন মাফিক না হলে খবরটা বিল্ডিং দফতরের যে ২৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তাদের টেবিলে লিখিত পাঠিয়ে দিতে হবে। তিনি এর যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়ে খবরটি বরো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর বরো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং দফতরের ডিজিকে পুরো বিষয়টি জানাবেন। তিনি ওই নির্মীয়মাণ বেআইনি বিল্ডিং–এর বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নিতে না পারলে, তিনি ফাইলটি পৌর মহাধ্যক্ষকে জানাবেন বা মহানাগরিককে জানাবেন। আর আমিই তো বিল্ডিং দফতরের মেয়র পারিষদ।

স্থানীয় পুরনো দিনের বাসিন্দাদের বক্তব্য, বাম আমলে এই ওয়ার্ড গুলিতে প্রচুর খালি জমি ছিল। তখন মানুষের হাতে পয়সাও ছিল কম। তা–ই ওই ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে অল্প পয়সায় তারা ছোটো ছোটো বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতো। কিন্তু এখন ওয়ার্ডে খালি জমি উধাও। সব গ্রাস করে নিয়েছে নেতা ঘনিষ্ঠ প্রমোটাররা।

মেয়র যতই নিয়মের বুলি আওড়ান না কেন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ফাঁকা জমি ঘিরে যে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে তা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট। পুরসভার কর্তারা যদি এতোই নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা হন তাহলে গত ডিসেম্বরে ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুকুর সংখ্যা দেখে তাঁদের সন্দেহ হলো না কেন? আসলে গার্ডেনরিচ সিরিয়ালের পুরো এপিসোডের চিত্রনাট্যটা অনেক আগেই লেখা। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে গত ডিসেম্বরের পুরসভার তথ্যে। অবৈধ নির্মাণটি না ধ্বসে পড়লে এই তথ্য চিরকাল চাপাই পড়ে থাকত।

মহানগরে

অপরাহ্নে যোগ আলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: জীব জ্ঞানে শিব সেবা'। বিশ্বনন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ রচিত সখার প্রতি 'কবিতার বিখ্যাত এই লাইনটি যেন ধরা পড়ল এই পাশে থাকার সংকল্পের ছবিতে। কলকাতা পৌরসংস্থার জেনারেল সার্ভিসেস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অল বেঙ্গল ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বায়োকেমিক মেডিসিনের ব্যবস্থাপনায় ১৮ মার্চ কলকাতা পৌরসংস্থার কাউন্সিলর্স ক্লাব রুমে পৌরকর্মী–শ্রমিকদের জন্য বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আর্ট অফ লিভিংয়ের পক্ষ থেকে যোগা ও প্রাণায়াম প্রদর্শন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন আচার্য ড. গোপাল ক্ষেত্রী, অনুপ রায়, খোকন মহারাজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সৈকত রায় সহ বিশিষ্টজন। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্দশ সিনহা ও সজল সমাদ্দারের মতো সংগঠনের আধিকারিকদের প্রয়াসে আয়োজিত এই শিবিরে শতাধিক মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন।

রোগীর পাশে থাকা আমাদের সংকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষ্যে জেমস্ লঙ সরণি ঠাকুরপুকুরস্থিত ডি.এম.হসপিটালস প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে বড়িশার সখের বাজার থেকে ঠাকুরপুকুরের ডি.এম.হসপিটাল পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষের পাশাপাশি হসপিটালের সিনিয়র চিকিৎসক, নার্স, স্টাফসহ ওই হসপিটালের চিকিৎসাধীনে থাকা এই রোগে আক্রান্ত রোগী ও তার আত্মীয়রাও এই যাত্রায় পায়ে পা মেলান। কিডনি রোগের চিকিৎসা নয়, এই রোগে চিকিৎসাধীন প্রত্যেক রোগীর প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয় বলে পদযাত্রার শেষে জানান হসপিটালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা. দয়ানন্দ মিশ্র। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আরেক আধিকারিক শ্রীকুমার কুন্তল দাসের মাধ্যমে জানা যায় যে, আগামী জুন মাসে প্রতিবছরের মতো এবারও একটি স্বাস্থ্য মেলার আয়োজনের কথা। যেখানে সাধারণ মানুষ একই প্রাঙ্গণে নির্ধারিত কয়েকটি বিভাগে তারা নিজেদের বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারবেন।

শিক্ষায় গতি আনতে শিক্ষকদের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সির পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ আই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির মাধ্যমে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাজের অগ্রগতি অতি দ্রুত হচ্ছে। একইভাবে সমস্ত কাজকে নিখুঁত করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নতি ঘটানো যায় এ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি অভিনব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল সল্টলেকের হরিয়ানা বিদ্যামন্দিরে। এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির বিভিন্ন প্রয়োগ তুলে ধরেন আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনীরা।

এডুডাইম, স্টেমপাওয়ার্ড, মেন্টর্স–ফার্স্ট–এর মাধ্যমে শিক্ষায়

ইতিবাচক পরিবর্তনের আনার জন্য এ আইয়ের ব্যবহারে তারা বিশ্বাসী বলে জানালেন কোম্পানিগুলির সি ই ও রাজীব আগরওয়াল। সংস্থাগুলির কো ফাউন্ডার ও সিইও শুভময় বক্সী বলেন, শিক্ষার জগতকে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে সেটি এদিনের প্রশিক্ষণে তুলে ধরা হয়। আমরা আশাবাদী শিক্ষায় এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শিক্ষকদের আরে নতুনরকম ভাবে প্রশিক্ষিত করবে এবং শিক্ষার্থীদের একটি মজাদার নতুন উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

শিক্ষক–শিক্ষিকারা এই কর্মশালা থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর স্কুল ও কলেজে তার প্রয়োগ করবেন। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনী শুভময় বক্সী বলেন, একেবারে ন্যূনতম পরিকাঠামো থাকলেও স্কুল ও কলেজ স্তরে শিক্ষক শিক্ষিকারা শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই এই প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক বেশি নিখুঁত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে দিয়ে সহজে ও দ্রুত যে কোনো বিষয় শিখে নিতে পারবেন।

ভাঙার তথ্যেই লুকিয়ে অবৈধ নির্মাণের ছবি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থায় একটি বিল্ডিং দপ্তর আছে। তাদের বক্তব্য, কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ করা যাবে না, কিন্তু শোনে কে কার কথা। কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং দপ্তর গত তিন বছরে বরো – ১'এ অবৈধ নির্মাণ ভেঙেছে ৫৭টি। বরো – ৩'এ ভেঙেছে ৭৭টি। বরো – ৪'এ ৩৬টি। বরো – ৫'এ ৩০টি। বরো – ৬'এ ৩৮টি। বরো – ৭'এ ৮৯টি। বরো – ৮'এ ২৭টি। বরো – ৯'এ ১১৪ টি। বরো – ১০'এ ৩৬টি। বরো – ১১'তে ২১ টি। বরো – ১২'তে ৫৩টি। বরো – ১৩ ও ১৪'তে ৪২ টি। বরো – ১৫'তে ৪২টি। এবং বরো – ১৬'তে ৩০ টি অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়। সারা কলকাতা শহরে যে রমরমিয়ে বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে তার নিদর্শন এটাই। এর কারণ হিসাবে পৌর ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং প্ল্যানে যে সরলীকরণ করা তার প্রচার না হওয়া। এলবিএসদের চূড়ান্ত

অসততা।

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের বলেন, পৌর প্রশাসন তো আবাস নির্মাণে নানাভাবে সহযোগিতা করছে। একটা সময় ছিল, বিল্ডিংয়ের নকশার অনুমোদন পেতে দীর্ঘ সময় লাগত। সেই সুযোগে অসাধু উপায়ে বেআইনি নির্মাণ হত। এখন তো বিল্ডিংয়ের নকশা অনুমোদন অনেক সহজে পাওয়া যায়। অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। তার পরেও কেন বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে? বেআইনি নির্মাণ হলেই এখন নোটিশ দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ছাদ কেটে দেওয়া হচ্ছে। আর সেটা ওই বাড়িতে লোক ঢোকানোর আগেই ভেঙে ফেলতে হবে। লোক এসে গেলে, মানবিকতার প্রশ্নও থেকে যাবে।

এখন পর্যন্ত মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কার্যকালে মোট ৬৭৫টি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে। অবৈধ নির্মাণ শুরুর দিকেই কেন আটকানো যাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে নীচের তলার অর্থাৎ ওয়ার্ড বা বরোভিত্তিক নজরদারির অভাব রয়েছে। এই সঙ্গে অনলাইনে বিল্ডিং নকশা অনুমোদন কাজে গাফিলতি আছে। সম্প্রতি বাড়ি তৈরির মূল নকশায় পার্কিং লট নির্মাণের বিষয়ে বলা হলেও, সেই নকশা বদল করে পার্কিংয়ের জায়গায় দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে বলে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন আসে মহানাগরিকের কাছে। বিল্ডিং দপ্তর বিশেষ ধারা ৪০০/৮ প্রয়োগ করে কলকাতা পৌরসংস্থার সেন্ট্রাল টিম আচমকা বিনা নোটিশে অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙবে।

কলকাতা শহরে ৫০০ বর্গমিটার বা সোয়া সাত কাঠা জমি এবং ১২.৫ মিটার উচ্চতায় নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্কিটেক্ট ও এলবিএস প্রাথমিকভাবে নকশা অনুমোদন করবেন। এর ফলে হেনস্তা কম হবে। অভিযোগ কিছু এলবিএস নকশা অনুমোদনে গড়িমসি করছেন। তাই তাদের ওয়ার্কশপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে বেআইনি নির্মাণ কমানো যায়।

বার্তা

চলচ্চিত্র উৎসব : ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারক মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব নীরজা শেখর 'সত্যজিৎ রায় ফ্লিম অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট' আয়োজিত 'আরকিউরিয়া' চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা করার পর 'প্রমোদপতি সিনেমা আর্ট অ্যান্ড টেকনোলজি মিউজিয়ামের' পরিদর্শন করেন।

তেলের চাহিদা : এখনকার চেনা ছবি, ইলেক্ট্রিক ও সিএনজি গাড়ির চাপে বাজার হালকা পেট্রোল পাম্পের।

হাতে খড়ি : একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে গিয়ে কমেছে দলবাজি, আন্তরিকতার অভাবও, ফাঁকা রাস্তায় একাই লিখছেন দেওয়াল চুক্তিভিত্তিক শিল্পী। **ছবি :** অভিজিৎ কর

সেবা : ক্ষুধার্ত হনুমানকে খাবার দিচ্ছেন হাওড়া ডোমজুড়ের স্বর্ণশিল্পী শংকর বেলের। **ছবি :** সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

যাওয়া আসার পথে পথে

এতদিনে বুঝি ঘুচলো কুলি টাউনের নাম

অলোক কুমার কুন্ডু

ফেসবুকের মহিলা–পুরুষ বন্ধু থেকে মহিলা–পুরুষ ব্লগারে ভর্তি হাওড়া ময়দান মেট্রোর বাইরে। অন্য জায়গার ব্লগার সকাল থেকে হাওড়া ময়দানে ভিড় করেছিল আজ। এত ভিড়ভাট্টা যে কে আগে ঢুকবে সেই নিয়ে একপ্রস্থ হৈচৈ হলো। গেট থেকে লাইন ঘুরে শরৎ সদনের মূল গেট পর্যন্ত। পুলিশ ভালোভাবেই সেইসব ট্যাকেল করেছেন। গতকাল থেকে লাইন পড়েছিল দুজনের। আজ (১৫.৩.২৪) ভোর চারটে থেকে লোক দাঁড়াতে শুরু করল। এমনকী অফিসযাত্রী পর্যন্ত ভোর চারটেতে লাইন দিয়েছেন। হাওড়া ময়দান বহু নীচে স্টেশন। অনেকটা নামতে হয়। এমনকী লিফটের ব্যবস্থাও আছে। প্রথম দিনে অনেক কিছু চালু হলেও, তার দেখা শোনার লোকজন আসতে দেরি করেছে। তবে হাওড়া ময়দান স্টেশনে মেট্রো কর্তৃপক্ষ আজ যাত্রীদের জন্য প্রস্তুতি নিলেও অন্যান্য প্রান্তিক স্টেশনের মতো তো নয়। এখানে যাত্রী প্রচুর। প্রথমে টিকিট দেওয়া শুরু হলো। প্রথম দিনে তিনটে কাউন্টারে ভিড়ে ভিড় একেবারে। ধস্তাধস্তি শুরু হলো, মনে পড়ে গেল আগেকার দিনের রিয়ারস্টলে সিনেমা দেখার লাইনের মতো। বয়স্ক মহিলারাও কম যাননা। তাদের নব যৌবন ফিরে এসেছিল ঠেলাঠেলিতে। হবেই তো কত কষ্ট করেছে হাওড়াবাসী। অথচ মরুভূমির মতো রায়বেরিলি থেকে ধূ ধূ চন্ডিগড় হয়ে গেছে ঝাঁ চকচকে অল্প দিনের মধ্যেই। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি, বৃটিশরা যে শহরের পাশে ছাউনি ফেলেছিল, যে শহর ১০০ বছর ধরে মেশিনারি শিল্পের পিঠস্থান। এই হাওড়াকে কতখানি অবহেলা করেছে ৭৫ বছর, সেটা সারা ভারতবর্ষ না ঘুরলে বোঝা যায় না।

অথচ অতুল্য ঘোষের শ্বশুরবাড়ি ছিল এই হাওড়াতে, ডঃ নিমাইসাধন বসু, ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু কত আনন্দই না পেতেন বেঁচে থাকলে। মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কাঁধে হাত রেখে যে হেডমাষ্টার মশাই রামরাজা স্টেশনে বেড়িয়ে আসতেন বিকেলে, সেই সুধাংশুবাবুও বহুকাল নেই। শিল্পী রবীন মন্ডল এই হাওড়ার আন্তর্জাতিক শিল্পী, পরে অবশ্য হাওড়ার শরৎ সদনের ফ্রেসকোর বিজন চৌধুরী ও প্রকাশ কর্মকার হাওড়ায় বাড়ি করেছিলেন। হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ইংরেজি শিক্ষকের তৈরি করা চিঠিতে স্বাক্ষর করে দিল্লি পাঠাতেন অতুল্য ঘোষ।

হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের আর এক প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, অতুল্য ঘোষের উপদেষ্টা শুধুমাত্র নন তাঁর বিয়ের ঘটকালি যিনি করেছিলেন সেই দুর্দেন্ডপ্রতাপ প্রদেশ কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সময়েও হাওড়া কিছু পায়নি, যদিও বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্গুলি হেলনে পশ্চিমবঙ্গের অনেকটাই চলতো। সে যাইহোক হাওড়া তার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর যেমন জন্ম দিয়েছে। তেমনি আরও অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারে ভরিয়ে দিয়েছে জেলা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সতীর্থ প্রেসিডেন্সিতে আর ইউনিভার্সিটির তৃতীয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ছিলেন ইউনিভার্সিটির প্রথম। ১৯৫০–এর ম্যাট্রিকে প্রথম দেবী খাঁ। এইসব হাওড়ার মুকুটের অনেক পালকের কয়েকটি। রসিক ব্যক্তিত্ব শংকর সম্পাদিত একটি লিটিল ম্যাগাজিনের ঠিকানা ছিল হাওড়া ময়দান সেই কথা তো শংকর নিজেই বলেছেন। এই হাওড়ার বুকে তিনবন্ধু ব্যবসায়ী ছিলেন, যাদের একজন হলেন আলামোহন দাস, মিষ্টি ব্যবসায়ী দুলালচন্দ্র ঘোষ, আর তৃতীয় বন্ধুর ছিল সাইকেলের ব্যবসা––কুমার অ্যান্ড কোম্পানি। তবু হাওড়া এতদিন ছিল কুলি টাউন।

যাক শত মন্দের হলেও শতভাগ ভালো যে, আমাদের শেষ সময় এসে, তবু এমন এক আশ্চর্য ট্যানেল নিয়ে হাওড়া ময়দান মেট্রো উদ্বোধন হলো যা ভারত বিখ্যাত হতে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে অজস্র মানুষ দেখতে আসবেন। হাওড়ার মুখে ফুল–চন্দন পড়লো যখন, তখন ভারতের সড়ক কংগ্রেসের বয়স দাঁড়িয়েছে ৯১ বছর। আর ন–বছর পরেই তার শতবার্ষিকী।

ভাবা যায়না, এসপ্লানেড যেতে সময় আজ লাগলো ১০ মিনিট। এসপ্লানেডে আজ এসক্যালিটর ছাড়াও লিফটেও চড়ে এলাম। কাউন্টার ছাড়াও ভেন্ডিং মেসিন থেকে কার্ড ও টিকিট খুব সহজে কাটা যায়। আবার ফিরে এলাম খালনার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সনত্বাবুকে নিয়ে হাওড়া ময়দানে। তবে হাওড়া স্টেশনে আজ মুষ্টিমেয় মানুষ উঠেছিল, ঠিক মতো না জানায়। জয় হাওড়া ময়দান মেট্রোর জয়।

বিদ্যাসাগর সেতু হয়েছিল বলে আজ হাওড়ার গ্রামগঞ্জ শহরের হাওয়া সেখানকার মানুষ নিতে পেরেছেন। হাওড়াকে যে রেললাইন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা দক্ষিণ–পূর্ব রেল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর হাওড়ার সাঁতরাগাছি কদিন পরেই তার আন্তর্জাতিক হওয়ার খাতা খুলবে। তার আগেই মেট্রো চালু হয়ে গেল। আমার সঙ্গেই মেট্রোতে চড়লেন হাওড়ার খালনা গ্রামের আমার পরিচিত শিক্ষকমশাই, সনৎবাবু, হাওড়া ময়দান থেকে। প্রথম যাত্রীদের মেট্রো আজ, গোলাপ দিয়েছিল। হাওড়া ময়দান অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে আজ।

উন্নয়নের ঢাক বাজানো

প্রথম পাতার পর

জন্য বিগত প্রায় ৩০ বছর আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে খালের উপর এক কিলোমিটার অন্তর একটি করে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রিজ গুলো সংস্কার না হওয়ায় ভেঙে পড়ে। পরে কংক্রীট ব্রীজের পাশেই তৈরী হয় কাঠের ব্রিজ। সেই ব্রিজ। গত প্রায় ৬ মাসের অধিক সময় ভেঙে পড়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাল পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যানবাহন বলতে একমাত্র ভরসা কলার ভেলা। নিজেরাই ভেলা তৈরি করে যাতায়াত করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ গ্রামের মানুষজন। অনেকে আবার গামছা পরে খাল পারাপার হয়ে যাতায়াত করেন। গ্রামের বাসিন্দা সাহানারা সেখ, রেজাউল মণ্ডল, জুব্বার আলি সরদার, হাসিনা সরদার,সাদ্দাম সরদারদের দাবি,'যাতায়াতের সমস্যা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের একাধিকবার জানানো হয়েছে,জানানো হয়েছে স্থানীয় নিকারীঘাটা পঞ্চায়েত প্রধানকেও। তবুও কোনও কাজ হয়নি। এমন ঘটনা প্রসঙ্গে নিকারীঘাটা পঞ্চায়েত তৃণমূল সভাপতি বিশ্বনাথ নস্কর জানিয়েছেন, 'সেচ দপ্তরের খালের উপর যাতায়াতের কাঠের ব্রীজটি ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে স্কুলের কচিকাঁচাদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। কোনও কাজ হয়নি।' সেচ দপ্তরের এক আধিকারীক জানান, 'বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' যাতায়াতের সমস্যার কবে সমাধান হবে সেই প্রশ্ন নিয়ে চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায় দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়ার গ্রামবাসীরা।

বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ মঙ্গলকোটবাসী

প্রথম পাতার পর

কোয়ারপুর, মালিয়ারা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় অজয় নদের বুকে বেশ কিছুদিন ধরে অবৈধ উপায়ে একাধিক বালি খাদান চলছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই অসাধু কারবারিরা ওই সব খাদান থেকে বালি তোলার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং গভীর রাত পর্যন্ত শয়ে শয়ে গাড়ি বালি বোঝাই করে দূর–দূরান্তে পাড়ি দেয়।সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভারী ভারী অসংখ্য গাড়ির হরদম যাতায়াতে এলাকার সাধারণ রাস্তাঘাটের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার পাশাপাশি গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশ একদিকে যেমন বিঘ্নিত হয়, অপরদিকে সরকারের রাজস্ব খাতেও প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা একাধিকবার প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাঁদের হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অজয় নদের বুকে সমাজবিরোধীদের দ্বারা গজিয়ে ওঠা অবৈধ খাদান থেকে অবাধে বালি লুট হচ্ছে। ওই সব খাদান থেকে যে সমস্ত সমাজবিরোধী বালিঘাট নিয়ন্ত্রণ করছে তারা আগ্নেয়াস্ত্র সহ এলাকার বাসিন্দাদের উত্যক্ত করছে এবং মারার হুমকি দিচ্ছে। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, এধরনের অবৈধ বালি খাদান গজিয়ে ওঠার পিছনে শাসকদলের এক শ্রেণীর দাপুটে নেতা–কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী মঙ্গলকোট ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অজয় নদের বুকে দিনের পর দিন অবৈধভাবে বালি খাদান চলছে আর তা পুলিশ–প্রশাসনের কাছে কোনও খবর নেই এটা সাধারণ মানুষের কাছে এককথায় অবিশ্বাস্য। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পুলিশ–প্রশাসন এবং রাজনৈতিক যোগসাজশেই এধরনের অবৈধ বালি খাদান গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে একশ্রেণীর অসাধু কারবারি রাতারাতি আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠছে। এরই পাশাপাশি জেলাজুড়ে অবৈধভাবে পুকুর সহ জলাভূমি, নয়ানজুলি প্রভৃতি ভরাট করার মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকার অসাধু কারবার চলছে বলে একাধিক মহলের অভিযোগ। এই জেলায় বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, মেমারী, গুসকরা এবং দাঁইহাট এই ৬টি পুরসভা রয়েছে। এর মধ্যে জেলা সদর শহর বর্ধমান। কাটোয়া এবং কালনা মহকুমা শহর। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় প্রতিটি পুরশহরেই জমি মাফিয়ারা বেশ সক্রিয়। তাদের দাপটেই শহরের বিভিন্ন পুকুর সহ জলাভূমি সুকৌশলে ভরাট হয়ে চড়া দামে বিকিয়ে যাচ্ছে এবং সেই ভরাট হওয়া জমিতে একসময় গজিয়ে উঠছে সুদৃশ্য ফ্ল্যাট, বাড়িঘর। এসব কিছুই হচ্ছে পুরকর্তৃপক্ষ সহ প্রশাসনের নাকের ডগায়। দিনের পর দিন এধরনের অবৈধ ও অনৈতিক কার্যকলাপ চলতে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ পুলিশ–প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলছে।

পর্ণশ্রীতে পুকুর

প্রথম পাতার পর

কলকাতার ঐতিহ্য ও পরিবেশকে নষ্ট করা হচ্ছে। পর্ণশ্রী থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভ থামাতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সিপিএম নেতা নিহার ভক্ত বলেন, আমরা তো এই জলাশয়টিকে দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি, প্রচুর জলও আছে এবং মাছও আছে। এভাবে জলাশয় বোঝালে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

চিকিৎসক মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে হত্যা, জোরপূর্বক টাকা ছিনতাই, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি সহ একাধিক ধারায় মামলার রজু করেছে পুলিশ।

রেশন দুর্নীতি

প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সাগর থানার পুলিশ এবং খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করেন এবং সাগর থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, অন্যায় করলে কেউ ছাড়া পাবে না। পুলিশ তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস জানান, খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী দুর্নীতি করে জেলে আছে। তার দলের লোকেরা এমন কাজ তো করবেই। তাও আবার মন্ত্রীর এলাকায়। জনগণের দাবি এই ঘটনার তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

মাঙ্গলিকী

সন্তোষপুর মননের ৭ পেরিয়ে ৮ এ পা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে জন্মোৎসব
একটি মনোহর নাট্য সন্ধ্যা।
সঞ্চালনায় : অমল চক্রবর্তী
আলোচক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ৮ মার্চ ২০২৪ তপন থিয়েটারে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের শুভ মুহূর্তে সন্তোষপুর মনন পালন করল দলের জন্মোৎসব। এই শুভ দিনটিকে স্মরণ করে একটি মনোজ্ঞ নাট্য সন্ধ্যা উপহার দিল কলকাতার নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দকে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। দলের সদস্য সদস্যাবৃন্দ শৃঙ্খলা মেনে মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে এসে দাঁড়ালো। দলের কর্ণধার শ্রী সনাতন কোলে এবং নির্দেশিকা কাকলি কোলে সকল অতিথি বর্গকে মঞ্চে আহ্বান জানালেন। মঞ্চে উপস্থিত সঞ্চালক অমল চক্রবর্তী প্রধান অতিথি শৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী, দেবেশ রায়চৌধুরী এবং সুমিত্রা বণিককে পরপর উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করলেন দলের প্রবীন সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে।

বিশিষ্ট অভিনেতা দেবেশ রায়চৌধুরীকে রমাপ্রসাদ বণিক স্মৃতি সম্মানে ভূষিত করা হল। ভূষিত করলেন রমাপ্রসাদের সহধর্মিনী সুমিত্রা বণিক।

সবার প্রথমে দলের কর্ণধার শ্রীসনাতন কোলে রমাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্মরণীয় দু-একটি কথা বললেন- রমা প্রসাদ গ্রেট বিকজ হি অ্যাচিভ গ্রেটনেস। অনুষ্ঠানের সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী বললেন, আজ ত্রিধারায় দাগ কেটে যাবে মননের এই অনুষ্ঠান, আমরা সবাই ভেসে যাব। আজ সুস্থ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। অগে হাঁটাচলার পথে বাড়ি বাড়ি সা রে গা মা গানের রেওয়াজ শোনা যেত, দুঃখের কথা আজ আর শোনা যায় না। এই বিশ্বকে বাসযোগ্য করে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। মনন সেটা রক্ষা করে চলেছে। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নারী শ্রমিকের মজুরিকে কেন্দ্র করে সুদূর আমেরিকায় এই নারী দিবসের সূত্রপাত। পরবর্তী কালে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে। বড় দুঃখের কথা নারীর প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয়নি। সন্তোষপুর মনন সুস্থ্য সংস্কৃতির কাজ করে চলেছে।

সুমিত্রা বণিক বললেন, মনন অনেক দিন ধরেই থিয়েটারে কাজ করে চলেছে। ওরা এগিয়ে চলুক।

দেবেশ রায় চৌধুরী রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে বললেন- নাটক করতেই আমার বেশি ভাল লাগে। নাটকের সংলাপ ছাড়া অন্যকথা বেশি বলতে পারিনা। আমি রমার সম্বন্ধে দুচার কথা বলতে চাই। বহুরূপী থেকে বেরিয়ে পরবর্তী কালে চেনা মুখ তৈরি হয়। তারপর তৈরি হয় থিয়েটার প্যাশন। ওর অনেক দুঃখ ছিল। বহুরূপী ছেড়ে যেতে ওকে বাধ্য করা হয়েছিল। অনেক নাম করা মানুষকে দেখেছি আলোচনা করতে গিয়ে যেন মারপট করছে। শিল্পী আমি অনেক দেখেছি, রমা শুধু একজন শিল্পীই নয় ও অনেক বড় মানুষ। নিজে একটি নাটকে চরিত্র না করে আমায় দিয়ে অভিনয়টা করিয়েছিল। প্রকাশে প্রযোজককে বলেছিল দেবেশ আমার চেয়ে ওই চরিত্রটা ভাল করবে দেখে নেবেন। রমা আমার থেকেও আগে নাটক করে। ও শিল্পী তৈরি করতে পারতো। নেহেরু চিলড্রেনস ওর হাতেই প্রাণ পেয়েছে। আজকের অনেক শিল্পীই ওর হাতে গড়া। এরপর শুরু হয় এদিনের প্রথম নাটক 'নো টেনশান' রচনা শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নির্দেশনা কাকলী কোলে। সহনির্দেশনা সাগ্নিক কোলে। কমেডি ড্রামা হলেও সুপ্তভাবে একটা সামাজিক বার্তা আছে। এই নাটক মননের নিজস্ব প্রযোজনা।

অভিনয়ে : তনিমা, পায়েল, সৌমী, সুপর্ণা, দিলশাদ, দেবারতি ও একতা। আলো সৈকত মান্না, আবহ সৌভিক, সাগ্নিক, অভিজিৎ নেপথ্য সুমন, দীপিকা, পরবর্তী নাটক মুকাভিনয় 'শহিদ ক্ষুদিরাম' পদাবলী যোগেশ মাইম আকাদেমি। নির্দেশনা যোগেশ দত্ত। সঙ্গীত ও সহনির্দেশনা প্রকৃতি দত্ত। কোরিওগ্রাফি সহ অনবদ্য উপস্থাপনা। ক্ষুদিরামের ভূমিকায় মুক ও বধির শিল্পী অরিন্দম, প্রফুল্ল চাকীর ভূমিকায় সুশান্ত সাহা এবং আরও অনেকে। এদিনের শেষ নাটক 'জাতিস্বর'। প্রযোজনা রংপুর নাট্যকেন্দ্র (বাংলাদেশ) রচনা অমল রায়। আলো, সঙ্গীত ও নির্দেশনা সুমিত মোহন্ত। নাটকটি যেন চন্দ্রকেতু বিজয়দেব মালবিকার খণ্ড উপাখ্যান। চন্দ্রকেতু রাজা দেববর্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বিজয়দেব ক্রীতদাসদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল। দুজনেই কারাগারে বন্দি। তাদের মুক্তি আসবে কি? যদি কখনও আসে সেটা কবে? এবং কিভাবে? এই বিষয় নিয়েই রচিত নাটক। যেন শেষ হয়ে হইল না শেষ।

অভিনয়ে শেখ মাহবুব আলম, মকসুদার রহমান মুকুল, সোহাগ মিলন, সাধ্বীর পারভেজ সজীব, এনামুল হক, লক্ষ্মী রায়।

কোরাসে নাছরিন আক্তার লিজা, রাজা, নন্দা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত।

অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক দলের নির্দেশককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। দলের নির্দেশক কাকলী কোলে সকলকে ধন্যবাদও শুভেচ্ছা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অমল চক্রবর্তীকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। উপসংহারে দুচারটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কাকলী বরাবর সন্তোষপুর মননের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে এসেছে এ যাবৎ। এখন নতুন প্রজন্মকে তুলে ধরার সময় হয়েছে যার হাতে নিশ্চিন্তে ব্যাটনটা তুলে দেওয়া যায়। সাগ্নিক এ প্রজন্মের একজন উঠতি তরুণ। আজকের তরুণদের মধ্যে অনেক ভাবনা চিন্তা খেলে বেড়ায়। ওদের মননে নানা রকম পরিকাঠামো প্রেক্ষাপট ও নানা আঙ্গিক মনের মাঝে উঁকি দেয়। সেটার স্ফুরণ ঘটাতে গেলে তরুণদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার। কে বলতে পারে তাদের প্রয়োগ কৌশলে নতুন কিছু ঘটে যাবে না। একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যাপারে আমার পছন্দের তালিকায় আছে সাগ্নিক কোলে। কাকলীর অভিজ্ঞতা, সনাতন বাবুর প্রত্যক্ষ সহযোগ সাগ্নিকের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে। আমি চাই সাগ্নিকের এবার পরিচালনায় আসা উচিত। যদি কোন সাহায্যের দরকার হয় আমি তা হাসিমুখে করতে পারি। কাঠবিড়ালির ভূমিকাটা আমি অনেক দলেই নিয়েছি। কারণ এটা আমার অঙ্গিকার। সন্তোষপুর মনন এগিয়ে চলুক। তার চলার পর কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

দাঁইহাটে সাড়ম্বরে শেষ হল ২৯ তম বর্ষ নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে সাড়ম্বরে শেষ হল নাট্যোৎসব। দাঁইহাট তরুণ সংঘের উদ্যোগে টাউন হলে আয়োজিত এবারে দুই সন্ধ্যা ব্যাপী নাট্যোৎসবের সূচনা হয় ১৬ মার্চ। মদনমোহন দে ও মনোজিত্ময় দে স্মৃতি মঞ্চে আয়োজিত এই নাট্যোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়, রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের। এবারের জমজমাট এই উৎসবে যোগ দেয় সাউথ কলকাতার সাইন কলকাতা, ইউনিট থিয়েটার উত্তরপাড়া হুগলী, লালন তেহট্ট নদিয়া, আরোহী ব্যান্ডেল হুগলি, ভাটপাড়া আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপ উত্তর ২৪ পরগণা এবং চন্দননগর সৃজন হুগলি। ৬টি দলের ভিন্ন স্বাদের প্রযোজনায় দুই সন্ধ্যায় এই উৎসবের আনন্দটুকু নিংড়ে নিতে কার্যত হামলে পড়ে কয়েকশো নাট্যমোদী। অত্যাধুনিক রকমারি উপকরণে ঠাসা মনোরঞ্জনের ধাক্কায় কোণঠাসা বাংলার নাট্যচর্চাকে এযেন আপন করে নেওয়ার ব্যাকুলতা। প্রতি সন্ধ্যায় পরপর ৩টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকগুলির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের নানাবিধ টানাপোড়েনের গল্পগাথা। ক্ষুধার রাজ্যে বেকারত্বের মানসিক যন্ত্রণা, ধর্মীয় ভেদাভেদে দেশভাগের যন্ত্রণা, নতুন করে নাগরিকত্বের অনিশ্চয়তার আবহে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া, অত্যাধুনিক জীবনযাত্রায় ইঁদুরদৌড়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে শৈশবের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতনের না বলা কষ্টগুলোর কতশত কথা। এককথায়, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে নাট্যোৎসবের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় নাট্যদলগুলি। কাহিনির প্রতি পদে কুশীলবদের বিশেষ করে এক ঝাঁক কচিকাঁচার সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। বিশেষ করে আরোহী ব্যান্ডেলের 'অন্ধ পাখির গান' নাটকে রঞ্জন রায়ের একক অভিনয় সকলকে কার্যত বাকরুদ্ধ করে দেয়। অতীতে রাঢ়বঙ্গে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যে কয়টি এলাকার নাম মানসপটে ভেসে উঠত তার মধ্যে অন্যতম অবিভক্ত বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ঐতিহাসিক শহর দাঁইহাট। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই প্রাচীন শহর দাঁইহাটের আনাচ-কানাচে বছরভর নাট্যচর্চা চলত। যে কারণে শহরজুড়ে একাধিক নাট্যমঞ্চও গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শতবর্ষ প্রাচীন জীতেন্দ্র স্মৃতি নাট্য মঞ্চ। স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘদিন ধরে নাট্যচর্চায় শামিল ছিল দাঁইহাটবাসী। এই শহরে ডজন খানেক নাট্যগোষ্ঠী ছিল। যার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে।তবে, তারই মধ্যে দাঁইহাট তরুণ সংঘ এখনও পর্যন্ত টিমটিম করে শহরের নাট্যোৎসবের ঐতিহ্যকে কোনওরকমে বাঁচিয়ে রাখার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তরুণ সংঘের সভাপতি অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সম্পাদক অমিত মিশ্র প্রমুখের কথায় সকলের সহযোগিতায় আয়োজিত এবারেও নাট্যোৎসব সাফল্য লাভ করেছে। এজন্য তারা তরুণ সংঘের পক্ষ থেকে সকল নাট্যদলের পাশাপাশি দর্শকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা দাঁইহাটের ভূমিপুত্র গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জানান, আধুনিক মনোরঞ্জনের মধ্যেও মানুষ যে এখনও নাটককে এত ভালোবাসতে পারে তা দাঁইহাটের মতো মফস্বল শহর আরও একবার প্রমাণ করে দিল।

পত্র-পত্রিকা আলোচনা

কৃষ্ণচূড়া (সম্পাদক সুজিত দেবনাথ, শারদ সংখ্যা ২০২৩, দাম ১০০ টাকা) শুরুতে যাণ্মাসিক হিসাবে শুরু হলেও বিগত বেশ ক'বছর ধরে একটিই (শারদ) সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে। তারাশংকর দত্ত, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল সাহু, মিলি দাস, স্বপন দাস প্রমুখেরা ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। প্রায় ১২টি ছোটোগল্প রয়েছে। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপরের নিবন্ধটি বোধগম্য না হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই বিষয়ে বর্তমান সমালোচকের সীমিত 'জ্ঞান'।

অনন্যা শুক্তি (সম্পাদক সুব্রত সুন্দর জানা, শারদ সংখ্যা ২০২৩, ২০ বর্ষ, দাম ৫০ টাকা) নামখানা গণেশনগর এলাকা থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত বের হচ্ছে, আশপাশের এলাকা থেকে অনেক লেখক যুক্ত আছেন, এসবের প্রতিফলন পত্রিকার পাতায় পাতায়। নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষা প্রসারের এই জরুরি কাজটির জন্য সম্পাদক ও তাঁর সহযোগীদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ প্রাপ্য। তারাশংকর দত্ত, সৌমিত বসু, ওয়াজেদ আলি, অর্চনা ঘোষ, শান্তনু প্রধান, দীপ্তি বণিক, বিবেকানন্দ নস্কর, নির্মলকুমার প্রধান, অভিনন্দন মাইতি, বিধান সাহা, তাপস মাইতি, ভীম ঘোষ প্রমুখ লেখকদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। নানান রসের ৯টি গল্প রয়েছে। সব মিলিয়ে আকর্ষণীয় সংখ্যা এটি। —**সুকুমার মণ্ডল**

রেকর্ড গড়ল নৃত্য শিল্পী দিবাশ্রিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতা : ২০২৩ সালে 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস'-এ নাম তুলে সাড়া ফেলেছে হাওড়া আমতার নৃত্য শিল্পী দেবাশ্রিতা দাস। আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন রাজ্য স্তরের ১৪টি শাস্ত্রীয় নৃত্যের শংসাপত্র অর্জন দেবাশ্রিতাকে এই সম্মান এনে দেয়।এই উল্লেখযোগ্য সম্মানের জন্য রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ দেবাশ্রিতা দাসকে দেন নানা উপহার, মেডেল ও শংসাপত্র। পুরস্কার ও সম্মান পেয়ে আপ্লুত দেবাশ্রিতা দাস, আপ্লুত দেবাশ্রিতার মাতা স্মিতা রং দাস ও পিতা সুব্রত দাস। দেবাশ্রিতা দাসের নৃত্যের হাতেখড়ি হয় ৪বছর বয়সে। প্রথম থেকেই দেবাশ্রিতা রবীন্দ্র নৃত্য, লোকনৃত্যে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীকালে দেবাশ্রিতা শাস্ত্রীয় নৃত্যে গ্রাম, জেলা ও রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করেন। ধারাবাহিক সাফল্যে দেবশ্রিতা ছিনিয়ে নেয় 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস' এর তকমা। এই বিরল সাফল্যের আগে, ২০২০ সালে দেবাশ্রিতা পায় 'বঙ্গ মোহিনী সুধাকর সম্মান', ২০২১ এ পায় 'ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড'-এ সেরা ক্ল্যাসিকাল নৃত্য শিল্পীর পুরস্কার। এছাড়া দেবাশ্রিতার ঝুলিতে রয়েছে 'রাবা মিডিয়া ট্যালেন্ট হান্ট' এ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য বিভাগে 'নাট্য কলা যোথি' ও 'সেরা নর্তকী' সম্মান এবং সারা বাংলা ভারতনাট্যম নৃত্য প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান দখলের কৃতিত্ব। আমতা তথা হাওড়া ও গোটা বাংলার গর্ব দেবাশ্রিতা দাস আরও বড় নৃত্য শিল্পী হতে চায়। আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল ওর জন্য।

কবিতার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি স্টেশন সংলগ্ন হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'লড়াই' পত্রিকা পরিচালিত দশম বার্ষিক বাংলা কবিতা উৎসব। গত শনিবার দুপুরে ৪১জন কবি সাহিত্যিকদের কবিতা পাঠে জমে গিয়েছিল উৎসব। অনুষ্ঠানের কর্ণধার সংগ্রাম মল্লিক বলেন, যেমন এই প্রজন্মের বেশ কিছু নবীন কবি অংশ নিয়েছিলেন তেমনি প্রবীন কবিদের মধ্যে উৎসাহের কোনও খামতি ছিল না। এদিন 'লড়াই' নামাঙ্কিত একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী তথা সভাপতি যাদু ঘোষ সাংবাদিক অজন্তা সরকার, আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সুব্রত ব্যানার্জী, নীলাঞ্জনা নন্দী, শিবশংকর বক্সী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু পরিচালনায় ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় সুন্দরবনের একেবারে শেষ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর উপকূলে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট দ্বীপের গোবর্ধনপুর গ্রাম প্রাকৃতিক দিক থেকে অপরূপ মনোরম এক গ্রাম। এই গ্রামের দুই দিকে নদী আর সম্মুখভাগে বঙ্গোপসাগর। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব সময়ে ও শুরুতে আক্রান্ত হওয়া এই গ্রাম এক সংকটপূর্ণ অঞ্চল। গ্রামের সব মানুষই সামুদ্রিক মৎস্যজীবী পেশার সঙ্গে জড়িত। আজও বেশ দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার দরুন এক প্রান্তিক অবস্থানে অবস্থিত এই গ্রাম। স্বামী বিবেকানন্দের জীব সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মেদিনীপুর থেকে আগত গ্রামের মাস্টারমশাই প্রদ্যোৎকুমার সাঁতরা কয়েকজন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের জমিতে ১৯৭৪ সালে 'মনোহরপুর সবুজ সংঘ', 'মুরাদপুর বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা মন্দির' এর বিশেষ সহযোগিতায় এই 'সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি বহু সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানব কল্যাণে আত্মনিবেদন করে বহুল কর্মের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ কামনায় ৫০বছর পূর্ণ করেছে। শারীরিকভাবে দুর্বলতার দরুন প্রদ্যোৎবাবু অনুষ্ঠানে হাজির হতে না পারলেও তৎকালীন সময়ে তার বিশেষ সহযোগী ভুবনচন্দ্র পাত্র অনুষ্ঠানস্থলে হাজির ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় আশ্রমের পুরোনো দিনের বহু কথা উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণভাবে।

গত ১৬ ও ১৭ মার্চের দুদিনের অনুষ্ঠানে বিবিধ বিষয় অনুষ্ঠিত হয় আশ্রমস্থলে। মাতৃ সম্মেলন, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ধর্ম আলোচনা, গীতি আলেখ্য, যোগব্যায়াম, নাটক প্রভৃতি বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন হয়। আশ্রমের সম্পাদক প্রদীপ গাঁতাই একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, 'সুন্দরবনের প্রান্তিক এই দ্বীপাঞ্চলের শেষতম গ্রাম গোবর্ধনপুর গ্রামে মানুষের অন্যতম আশ্রয়স্থল এই আশ্রম। প্রাকৃত দুর্যোগের যে কোনওরকম পরিস্থিতি গ্রামের মানুষের সঙ্গে সামাল দিতে আমরা সব সময় সদা সজাগ। আমাদের এই পথ চলা অনন্ত, আশা করি আগামী দিনে গ্রামবাসীদের সক্রিয় যোগদানে ভরপুর হয়ে উঠবে এই সমাজসেবা।' আশ্রমের সভাপতি মৎস্যজীবী রামনারায়ণ বাগ সব সময়ে তার যোগদানে সক্রিয় থাকেন আশ্রমের যে কোনও অনুষ্ঠানে। তবে এই আশ্রমের সর্বক্ষণের নিবেদিত প্রাণ সুধাংশু মাইতির সক্রিয়তা নজরকাড়া। তিনি মনে প্রাণে আশ্রমের সঙ্গে এতটাই নিবেদিত যে তার সার্বিক শারীরিক পরিশ্রমে আশ্রমের সবদিক সবসময়ের জন্য স্পষ্টভাবে সম্পাদিত হয়। দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে তিনি সব সময়েই আশ্রমের কাজে রত। মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তিনি তৃপ্ত। তাঁর কাছে জীব সেবাই পরম ধর্ম বলে তিনি জানালেন।

সুন্দরবনের শেষতম দ্বীপ জি প্লটের গোবর্ধনপুরের এই 'সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ' ৫০ বছর অতিক্রম করে আজ স্থানীয় মানুষের যে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল তা সব সময় উপলব্ধি করা যায়। গ্রামের কচিকাঁচাদের নিয়ে ব্রতচারী, নাচ গান, শিক্ষা প্রদান, আঁকা শেখানো এসব কাজে এই আশ্রমের অবদান অনন্য। গ্রামের মহিলাদের নিয়ে তাদের সক্রিয়তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য সুন্দরবনের এই উপকূলবর্তী গ্রামে আসা ভ্রমণার্থীদের কাছে এই আশ্রম অন্যতম আশ্রয়স্থল।

সুন্দরবনে শুরু ৩য় বর্ষের বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত ছোটমোল্লাখালি মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠের মাঠে শুরু হল তৃতীয় বর্ষের বইমেলা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা,গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল, লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ সুভাষ মিস্ত্রী, মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। তৃতীয়তম বইমেলার মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসক, শিক্ষক, ক্রীড়াবিদ, লোকসংস্কৃতিবিদ, সুন্দরবন বন্ধু, সমাজসেবকদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। ছোট বড় মিলিয়ে মেলা প্রাঙ্গনে ৪০টি স্টল রয়েছে।

এছাড়াও রয়েছে ফুড কোর্ট, চিলড্রেন পার্ক, সচেতনতা শিবির। বই মেলার সূচনা কালেই মেলার পত্রিকা 'পলিমাটি' বইটি প্রকাশিত হয়। বইমেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জিত জোতদার জানিয়েছেন, 'আগামী ২৪ মার্চ পর্যন্ত আমাদের এই বইমেলা চলবে। প্রতিদিন বিকাল তিনটে থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। বইমেলার পাশাপাশি মেলায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।'

কে.পি.সি. মেডিকেল কলেজের সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ মার্চ যাদবপুরে কে.পি.সি. মেডিকেল কলেজের ১৮তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল মহাসমারোহে। নির্ধারিত সময়েই ছাত্র অভিভাবকরা হলে উপস্থিত হন। ডাঃ কালিপদ চৌধুরী যিনি এই মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। ডাঃ চৌধুরী বলেন যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় আমেরিকাতেও এই রকম তিনটি মেডিকেল কলেজ গড়ে তুলেছেন। সেখানকার ডাক্তার এখানকার ছাত্র এবং এখানকার ডাঃ ওখানকার ছাত্র এইভাবে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। যেসব অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস করে পড়তে পাঠিয়েছেন তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ধন্যবাদ জানায়। এরপর বিভিন্ন পদাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে এমবিবিএস ডিগ্রির সার্টিফিকেট ও মেডেল তুলে দেন। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সমবেতভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কেউ বা মিউজিক প্লে করে দর্শকদের মুগ্ধ করে। মোট ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। ৮১ জন ছাত্রী ও ৬৯জন ছাত্র নতুন ডাক্তাররূপে সমাদৃত হন। ওরা শুধু যে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করল তাই নয়, এরসঙ্গে দেশও পেল তরুণ চিকিৎসকদের।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

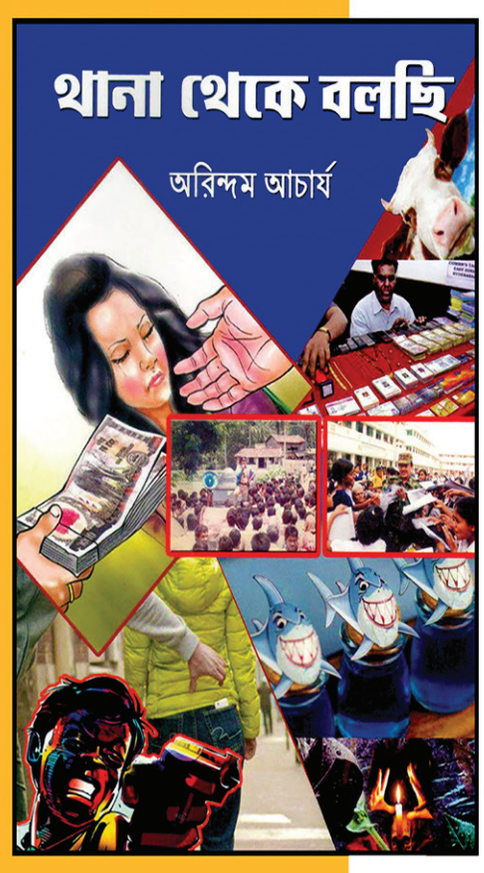

কি রয়েছে
- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

আঁতস কাঁচে

রেফারির ওয়ার্কশপ

উন্নতমানের রেফারি তৈরির উদ্দেশে এলিট রেফারিজ অ্যাকাডেমির লক্ষ্যে প্রয়াসী হল আইএফএ। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, ডিরেক্টর অফ রেফারিজ এস সুরেশ, জেড আর ডি ও এর পীযুষ বিশ্বাস এবং আইএফএ রেফারিজ কমিটির চিত্তরঞ্জন দাস। আলোচনায় স্থির হয় আগামী ৭ এপ্রিল থেকে প্রথমে রেফারি অ্যাসেসর কোর্স বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে রেফারিজ ইনস্ট্রাক্টর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে।

রঞ্জি মুম্বইয়ের

এই নিয়ে ৪২বার। রঞ্জি জিতে নিজেদের ইতিহাসের পরিসংখ্যানটা আরও একটু বাড়িয়ে নিল মুম্বই। ফাইনালে বিদর্ভকে ১৬৯ রানে হারিয়ে দীর্ঘ আট বছরের খরা কাটাল অজিঙ্কা রাহানের দল। টুর্নামেন্টের ৯০ বছরের ইতিহাসে ৪৮ বার ফাইনাল খেলল মুম্বই। তাতে রেকর্ডবার জয়। ধারেকাছেও কেউ নেই। এরপর কর্ণাটক সর্বাধিক ৮ বার জিতেছে। মুম্বই প্রথম ইনিংসে ২২৪ রান করে। বিদর্ভ করে ১০৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বই ৪১৮ রান করলে, বিদর্ভের সামনে জয়ের জন্য ৫৩৮ রানের টার্গেট সেট করে রাহানেরা। তাতে ৩৬৮ রান তোলে বিদর্ভ। ২০২১-২২ মরসুমে ফাইনালে উঠলেও ট্রফি আসেনি মুম্বইয়ের ঘরে। এবার দীর্ঘদিন পর জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে মুম্বই।

এগোচ্ছেন যশস্বী

বিরাট কোহলিকে টপকে এগিয়ে চললেন যশস্বী জয়সওয়াল। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাটকে টপকে আট নম্বরে চলে এসেছেন ২২ বছরের তরুণ ব্যাটার। শুধু তাই নয়, ধরমশালায় শতরানের সুবাদে ১০৮ রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করে পাঁচ ধাপ ওপরে উঠে ছয় নম্বরে উঠে এলেন রোহিত শর্মাও। শুভমন গিল ১১ ধাপ ওপরে উঠে ২০ নম্বর স্থানে চলে এলেন। বিরাট কোহলি একধাপ পিছিয়ে চলে গেছেন ৯ নম্বরে। এরপর সদ্য ফিট সার্টিফিকেট পাওয়া ভারতের ঋষভ পন্থ রয়েছেন ১৫ নম্বরে। টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই প্রথম দুইস্থানে নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ও ইংল্যান্ডের জো রুট। তিনে পাকিস্তানের বাবর আজম ও নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল।

অস্ট্রেলিয়া সফর

বছর শেষে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন রোহিত শর্মারা। নভেম্বর-ডিসেম্বরে দুই দেশের মধ্যে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের নিরিখে এই সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবার সেই সিরিজের ভেন্যু ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট হবে অ্যাডিলেডে। তৃতীয় টেস্ট ব্রিসবেনের গাব্বায় হবে। চতুর্থ তথা বক্সিং ডে টেস্ট হবে ঐতিহ্যশালী মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। শেষ টেস্ট সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। তবে এখনও সিরিজের সূচি প্রকাশ করা হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, মাসের শেষে চূড়ান্ত দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে।

কমেন্ট্রিতে সিধু

১০ বছর পর আবার ধারাভাষ্যকার হিসাবে প্রত্যাবর্তন নভজ্যোৎ সিংহ সিধুর। প্রাক্তন ক্রিকেটার এক সময় ধারাভাষ্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে যদিও নিজেকে সরিয়ে নেন। ব্যস্ত হয়ে পড়েন রাজনীতিতে। জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন বিতর্কেও। সিধু বলছেন, মাছ যেমন জল পেলে খুশি। আমিও তেমনি ক্রিকেট পেলে খুশি।

জুনিয়রদের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ৫ গোল দিল মোহনবাগান

সুমনা পাল : দাদাদের হাতছাড়া হওয়া সুযোগ কাজে লাগাল ভাইরা। রিলায়েন্স ডেভলপমেন্ট লিগে বারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে ছোটদের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ৫-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। জোড়া গোল সুহেল ভাটের। বাকি তিনটে গোল করেন শিবাজি, টাইসন এবং দীপেন্দু বিশ্বাস। এরা সকলেই এবারের কলকাতা লিগে দাপটের সঙ্গে খেলেছে। সুহেল বড়দের ডার্বিতে আঠারোজনের দলেও ছিলেন। ৫-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর স্বপ্নে শেষ মিনিটে জলাঞ্জলি। খেলা শেষ হওয়ার ৩০ সেকেন্ড আগে গোল

হজম করে বাগান। যার ফলে ক্লিনশিট রেখে মাঠ ছাড়তে পারল না সবুজ মেরুন ব্রিগেড। এর আগে ইস্টবেঙ্গলকে পাঁচ গোলের ব্যবধানে হারানোর নজির নেই। করিম বেঞ্চারিফার আমলে ৫-৩ গোলে ডার্বি জিতেছিল সিনিয়র দল। জুনিয়রদের হলেও, এদিন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পাঁচ গোলের ব্যবধানে জেতার সুযোগ ছিল বাগানের। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় সুহেলরা। ম্যাচের ২৩ মিনিটেই প্রথম গোল করে সবুজ মেরুন। ফ্রি-কিক থেকে মোহনবাগান এসজিকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন শিবাজি সিং। তারপর ৪৩ মিনিটে টাইসন সিং দ্বিতীয় গোলটা করেন, এরফলে প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে মাঠ ছাড়ে মোহনবাগান এসজি। দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিন গোল দেয়। নব্বই মিনিট পুরোপুরি একতরফা। দাঁড়াতেই পারেনি লাল হলুদের জুনিয়ররা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর তিন মিনিটেই সবুজ মেরুনকে তিন নম্বর গোলটি উপহার দেন সুহেল ভাট। বুলেট হেডে ইস্টবেঙ্গলের জালে বল জড়িয়ে দেন। ৬৭ মিনিটে মোহনবাগান এসজির হয়ে চতুর্থ গোলটাও করেন কাশ্মীরি তনয়। বাগানের হয়ে পাঁচ নম্বর গোলটি করেন দীপেন্দু বিশ্বাস। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে লাল হলুদের হয়ে সান্তনার গোলটি করেন আমন সিকে। এক সপ্তাহ আগে আইএসএলের ফিরতি ডার্বিতে প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল কামিন্স, দিমিত্রিরা। পাঁচ গোল দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে কোনও গোল হয়নি। এদিন আরএফডিএল ডার্বিতে সেই আক্ষেপ মেটাল মোহনবাগানের ছোটরা।

লিগ-শিল্ড জিতবে বাগান মনে করছেন ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইগর স্টিমাচের পর এবার আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের প্রশংসায় হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। স্প্যানিশ কোচের মিডাস টাচ'এ বাগানে বসন্ত এসেছে। পরপর ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলের একনম্বরে চলে গিয়েছে মোহনবাগান। বছরের শেষটা হারের হ্যাটট্রিক দিয়ে করেছিলেন ফেরান্দোর বাগান। নতুন বছরে হাবাস দায়িত্ব নেওয়ার পর, এখনও অপরাজিত সবুজ মেরুন। যার সিংহভাগ কৃতিত্ব বর্ষীয়ান স্প্যানিশ কোচকে দিলেন ব্যারেটো। সবুজ তোতা মনে করেন, তাঁর ম্যান ম্যানেজমেন্ট দলকে আবার জয়ের সরণিতে ফিরিয়ে এনেছে। ব্যারেটো বলেন, হাবাসকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। উনি দলের ভোল বদলে দিয়েছেন। ফুটবলে ম্যান ম্যানেজমেন্ট বলে একটা কথা আছে। ওটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। হাবাসের ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিল খুব ভাল। ছন্নছাড়া দলটাকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। ওনার প্রশংসা প্রাপ্য।' আইএসএল জিতলেও কখনও লিগ শিল্ড পায়নি মোহনবাগান। এবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ১৭ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বাগান। ক্লাবের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা বিদেশি মনে করেন, এবার লিগ শিল্ড জেতা উচিত মোহনবাগানের। এই প্রসঙ্গে ব্যারেটো বলেন, মোহনবাগান যেভাবে এগোচ্ছে, ওদেরই লিগ শিল্ড জেতা উচিত। আমার মনে হয় ওরাই পাবে। দল একটা ছন্দে আছে। ওপরের দিকে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে যেকোনও দলকেই হারানো কঠিন। মোহনবাগান একটা মোমেন্টাম পেয়ে গিয়েছে। লিগ পর্বে খুব বেশি ম্যাচ বাকি নেই। এই জায়গা থেকে এবার লিগ শিল্ড না জিতলে অবাক হব।'

টি২০ বিশ্বকাপেই স্থায়ীভাবে চালু হচ্ছে স্টপ ক্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ক্রিকেটে স্টপ ক্লক' আইনের আপাতত ট্রায়াল চলছে। গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরপরই আইসিসি জানিয়েছিল, গত ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে স্টপ ক্লক পদ্ধতি চলবে। নতুন খবর, আগামী জুনে টি২০ বিশ্বকাপেই নিয়মটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটা স্থায়ী হতে যাচ্ছে। জানা গেছে, সাদা বলের ক্রিকেট তথা টি২০ এবং ওয়ানডেতে এই নিয়ম চালু করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ম্যাচ শেষ করাই এর উদ্দেশ্য। ক্রিকেটের নতুন এই নিয়মটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে ফল পেয়েছে বলেই এটা এখন স্থায়ী করতে চাইছে আইসিসি। দুবাইয়ে চলতি সংস্থাটির বৈঠকে নিয়মটি অনুমোদন করা হয়েছে। ক্রিকেটের সাধারণ প্লেয়িং কন্ডিশনেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই নিয়ম। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী এই নিয়ম যুক্ত করা হবে আইসিসির ৪১.৯ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ৪১.৯.৪-এ। যেখানে আগে থেকেই ফিল্ডিং দলের সময় নষ্টের কারণে শাস্তির বিধান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাটসম্যানদের পিচে বল খেলার

একইসঙ্গে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ওই ঘড়ি বন্ধ থাকবে

- নতুন ওভারের মাঝে যখন কোনো নতুন ব্যাটার ক্রিজে আসবেন
- যখন আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাচের মাঝে ড্রিংকস বিরতি চলবে
- কোনো ব্যাটার কিংবা ফিল্ডারের ইনজুরির কারণে মাঠেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সময়ে
- ফিল্ডিংরত দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেকোনো কারণে সময় নষ্ট হলে।

জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, নইলে টাইমড আউটে' পড়বেন তারা। শেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন আউটের নজির দেখা গিয়েছিল। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসের ওই আউট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। স্টপ ক্লকের প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী- বোলাররা প্রতি ওভারের মাঝে সর্বোচ্চ ৬০ সেকেন্ডের বিরতি দিতে পারবেন। এক ইনিংসে যদি তিনবার এর চেয়ে বেশি সময় দেরি করা হয়, তাহলে ফিল্ডিংরত দলকে ৫ রান পেনাল্টি করা হবে। ওই ৫ রান যোগ হবে ব্যাটারদের দলে। ম্যাচ ভেন্যুতে প্রদর্শনীয় একটি স্থানে একটি ইলেকট্রনিক ঘড়ি থাকবে, যেখানে প্রতি ওভারের মাঝে ৬০ থেকে ক্রমান্বয়ে শূন্য পর্যন্ত সেকেন্ড গণনা করবে। আর বিষয়টি পরীক্ষার জন্য প্রতি ওভারের মাঝে ঘড়িতে সময় দেখা হবে। আর সেজন্য এটিকে নাম দেওয়া হয়েছে 'স্টপ ক্লক' পদ্ধতি। সে অনুসারে- বোলিংকারী দলকে পরের ওভার শুরু করতে হবে পরবর্তী ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে। এর ভেতর ওই দল বল করতে প্রস্তুত না থাকলে, আম্পায়াররা তাদের সতর্ক করবেন। এভাবে নির্ধারিত এই সময়টা তিনবার অতিক্রম করে গেলে তাদের জরিমানা হিসেবে দিতে হবে ৫ রান।

আন্তঃ জেলা ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর ও রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ'র যৌথ উদ্যোগে অনূর্ধ্ব ১৭ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, জেলার যুব কল্যাণ সচিব কৌশিক পাল, আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সহ সভাপতি সৌরভ পাল ও স্বরূপ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী, গভর্নিং বডির সদস্য চিত্তরঞ্জন দাশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশন সচিব দেবব্রত সাহা, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ও ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব অমিতাভ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং উত্তর দিনাজপুর ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস, নদিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব গৌতম বিশ্বাস।

ডব্লুপিএল ফাইনালে দুই বাঙালির ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হয়ে গেল মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল। বিরাট কোহলি, ফাফ দু প্লেসিরা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে আইপিএল খেতাব জেতাতে না পারলেও, প্রথমবার ফাইনালে উঠেই বাজিমাত আরসিবির মহিলা দলের। এই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে বাংলার অভিজিৎ ভট্টাচার্য। গত বছরের আইপিএলেও অভিজিতের নাম ছিল আম্পায়ারদের প্যানেলে। বছর পঞ্চাশের অভিজিতের বাড়ি চন্দননগরে। ইতিমধ্যেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭ ম্যাচে অন-ফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন। লিস্ট এ বা ঘরোয়া ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ১৯ ম্যাচে অন-ফিল্ড আম্পায়ার ও ১টি ম্যাচে টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে এই প্রথম কোনও বাঙালি ম্যাচ পরিচালনা করলেন, ফলে বাংলার পক্ষে তা গর্বের দিন। চ্যাম্পিয়ন আরসিবি দলে ছিলেন আর এক বাঙালি ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। ফাইনালে দুরন্ত পারফরম্যান্স করলেন বাংলার রিচা। ব্যাট হাতে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি উইকেটের পিছনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন শিলিগুড়ির বঙ্গ তনয়া। বাংলার এই মহিলা উইকেটরক্ষক এবারের মহিলাদের

প্রিমিয়ার লিগে চোখ ধাঁধানো ক্যাচ নিয়েছেন, স্টাম্পিং এবং রান আউট করেছেন। তেমনই ব্যাট হাতেও বড় অবদান রেখেছেন। চ্যাম্পিয়ন হয়ে রিচা বলছেন, 'শুরুতে একটু চাপে ছিলাম। পেরি আমাকে সাহায্য করেছে। গত মরসুমে আমাদের পারফরম্যান্স হতাশার ছিল। এবার ফাইনালে উঠেছি এবং চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। প্রচুর পরিশ্রম করেছি। ভগবানও সাহায্য করেছে। আমার খুব চাপ লাগছিল। এই বছর ফাইনালে উঠলাম এবং জিতলাম। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এটা অনুশীলনের ফল। সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।'

নাম বদল হয়ে গেল বিরাটদের দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএলের প্রথম মরসুম থেকেই খেলছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। ১৬ বছর পর বিরাট কোহলির দলের নাম বদল করা হল। এবার নতুন নামে আইপিএলে খেলবেন বিরাট কোহলিরা। শহরের নতুন নাম বেঙ্গালুরু হওয়া সত্ত্বেও আইপিএলের শুরু থেকেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর নামে খেলছিলেন বিরাট কোহলিরা। এবার অবশ্য তাঁদের দলের নাম বদলে করা হল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আরসিবি আনবক্স ইভেন্টেই নাম বদলের কথা ঘোষণা করা হয়। ২০০৮ সালে যখন আইপিএল শুরু হয়, তখন থেকেই বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে একমাত্র আরসিবি'ই এতদিন নিজেদের শহরের পুরনো নাম ব্যবহার করছিল।

কোহলিদের 'যন্ত্রণা' কমালেন আরসিবির মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়-বহু ক্লিশে এই প্রবাদবাক্যের সঙ্গে বিরাট কোহলির বেশ ভালোই পরিচিতি। আইপিএলে তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) একাধিকবার ফাইনালে উঠেও শিরোপা ছোঁয়া হয়নি। ছেলেরা না পারলেও মেয়েদের আইপিএলে আরসিবি দলটি ঘুচিয়েছে ট্রফি খরা। নিজেদের প্রথম ফাইনালেই বাজিমাত করেছে স্মৃতি মান্ধানা-এলিস পেরির আরসিবি। ছেলেদের আইপিএল শুরু হয়েছে ২০০৮ সাল থেকে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আরসিবির হয়ে খেলছেন কোহলি। প্রথম মরসুমে আট দলের মধ্যে সাত নম্বরে থেকে শেষ করলেও আরসিবি দ্বিতীয় মরসুমে ট্রফির কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে ডেকান চার্জার্সের কাছে ৬ রানে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় কোহলি-রস টেলর-রাহুল দ্রাবিড়দের নিয়ে গড়া আরসিবির। এদিক থেকে একটু মিল খুঁজে পাওয়া যায় মহিলা প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল)। গতবার শুরু হওয়া টুর্নামেন্টের প্রথম মরসুমে পাঁচ দলের মধ্যে চার নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে আরসিবি। এবার তারা দ্বিতীয় মরসুমেই উঠে যায় ফাইনালে।

জেলায় জেলায় টক্কর

ফুটবলার গড়তে ফ্রি কোচিং ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : নদীনালা, ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ভরপুর পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবনের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা বাসন্তী। ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমিরের সাথে লড়াই করে এলাকার দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলো বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এই সমস্ত পরিবারের অনেক ছেলে মেয়েরা প্রতিভাববান। অর্থনৈতিক প্রতিকুলতার জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। এমন সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা মানে বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরা।

সুন্দরবনের ঐতিহ্য এবং সুনাম ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যাতে উঠতি প্রতিভাববান খেলোয়াড়রা অর্থনৈতিক অভাবে হারিয়ে না যায়। প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং প্রতিভাববান ফুটবলার গড়তে চলতি বছরের ১ জানুয়ারী চুনাখালিতে তৈরী করা হয় 'জয়ন্ত নস্কর মেমোরিয়াল স্পোর্টস্ আকাদেমি'। আকাদেমির উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের

সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী।বর্তমানে একাডেমিতে ১৪৭ জন ছাত্র ও ১৭ জন ছাত্রীদের বিনা ব্যয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন আন্তর্জাতিক ফুটবল কোচ শেখর দত্ত, বিপ্লব বেরা, অসীম কয়াল। জয়ন্ত নস্কর মেমোরিয়াল স্পোর্টস্ আকাদেমি'র সম্পাদক অচিন্ত্য হাউলি জানিয়েছেন, বিগত দিনের ন্যায় বাসন্তী তথা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবাবান ফুটবলার তুলে এনে প্রশিক্ষণ দিয়ে সুন্দরবনের সম্মানকে উজ্জ্বল করতে আমরা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়াও ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও যে ফুটবলে পিছিয়ে নেই সেটা আগামীতে প্রমাণ করবেন আকাদেমিতে প্রশিক্ষণরত ফতেমা মোল্লা,আফুজা মোল্লা সহ ১৭ জন ছাত্রী। বিগত দিনে বাসন্তীকে আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মান এনে দিয়েছিলেন এলাকার দুই প্রতিভাববান ফুটবলার স্ট্রাইকার জিয়ারুল পাইক এবং কিপার রাজেশ সরদার ২০১৬ সালের ২৫ জুলাই এর ডেনমার্ক এর 'ডানা' কাপ খেলায় অংশ গ্রহন করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। যা আজও সুন্দরবনের ইতিহাসে বিরল। আশাকরি বর্তমানে এই আকাদেমি থেকে রাজেশ, জিয়ারুলদের মতো সুরোজিত সিং, বিমান মাহাতো'রা আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি অর্জনে সফল হবে।

অ্যাথলেটিক মিটে সেরা বাঘাযতীন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অ্যানুয়াল অ্যাথলেটিক মিটের আয়োজন করা হয়। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এই অ্যাথলেটিক মিটকে ঘিরে ছিল আনন্দঘন পরিবেশ। বিভিন্ন ক্লাবগুলি এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছিল দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, এছাড়া ডিসকাস থ্রো, সহ আরো বিভিন্ন ইভেন্ট। প্রচুর প্রতিযোগী এইসব ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। দিন রাতের এই অ্যাথলেটিক মিটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। তারাই হয়েছে এবার সেরা। প্রসঙ্গত বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব শিলিগুড়ির বুকে খেলাধুলায় যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই ক্লাবের হয়ে এক সময় খেলতেন বর্তমান মহিলা ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষ। এদিন সেরার শিরোপা পাওয়া বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের হাতে ট্রফি তুলে দেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

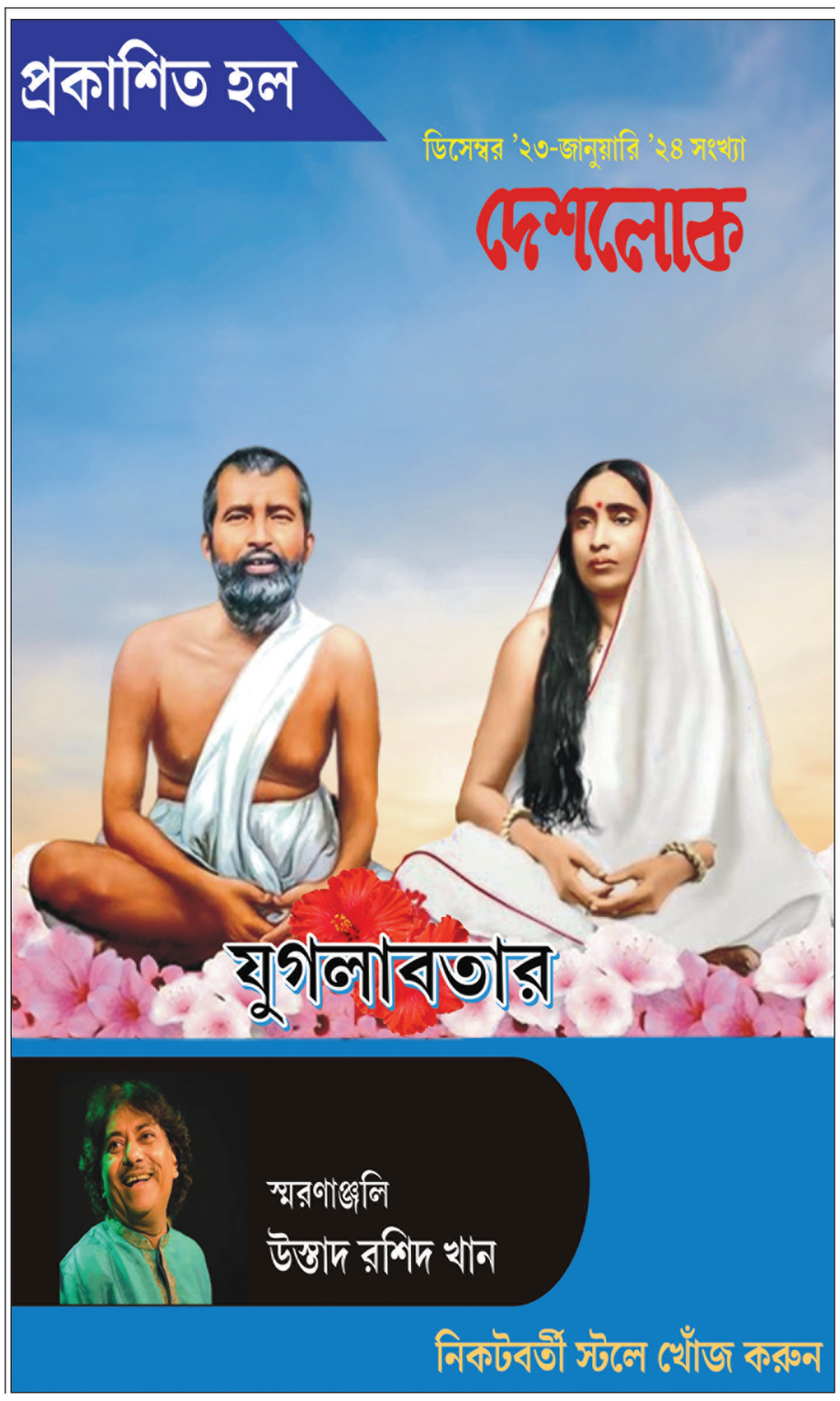

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com